শশিকলা।

ঐতিহাসিক নাটক।

SASHIKALA

A

TRAGEDY

শ্রীরাধামাধব হালদার প্রণীত।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।"

কলিকাতা

পরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

পাঠক মহোদয়গণ !

"মন্দঃ কবি যশঃপ্রেপ্সুর্গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।

প্রাংশুগম্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

উপর্য্যুক্ত কবিতা পাঠে আপনাদের প্রতীত হইবেক যে, যখন মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশের প্রারম্ভে এতাদৃশ শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন, তখন মাদৃশ মূঢ়ধী ব্যক্তির পক্ষে, আপনাদের নিকট যে কি বক্তব্য তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই নাটকদ্বারা আপনাদের চিত্তরঞ্জনইচ্ছা প্রগল্‌ভতা মাত্র। তবে নাটকের উদ্দেশ্য হাসান এবং কাঁদান। আমার রচনা পাঠে আপনারা হাসিবেন কি কাঁদিবেন, তা আমি জানি না, কিন্তু হাস্থন বা কাঁদুন, একটী মনোবৃত্তিকে উত্তেজিত করিলেই, রচনার সার্থক হইবেক। এই নাটকখানি পুরাবৃত্তঘটিত আখ্যান সম্বন্ধীয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজি ট্রেজিডি যেরূপ পদ্ধতিতে লিখিত হইয়া থাকে, ইহাও সেই প্রণালী মত লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে রসের মিশ্রণ নাই। এই পুস্তকে কোন অশ্লীল ভাব অথবা শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, এবং স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যত দূর পর্য্যন্ত সাধু শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে। যে যে স্থলে অপভ্রংশ ও প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সেই স্থলেই সেইরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অপভ্রংশ শব্দগুলি সচবাচর কথোপকথনে যেরূপ উচ্চারিত হইয়াথাকে, সেই উচ্চারণানুরূপ বর্ণযোজনা ও স্বরযোগ করা হইয়াছে। অবশেষে নিবেদন মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারিগণের অনবধানতা বশত যে, সকল ভ্রম নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আপনারা সংশোধনানন্তর পাঠ করিবেন।

হালদারোপাধিক শ্রীরাধামাধব দেবশর্ম্মণঃ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

গুণধীর রায় ... উদয়পুরের রাজা।

জয়প্রতাপ রায় .. মন্ত্রী।

সুধীর সিং ... সেনাপতি।

তেজসিং . .. সহকারি সেনাপতি।

প্রতাপসিং ... সৈনিক।

দিগ্বিজয় রায় ... গুণধীর রায়ের পিতৃব্যপুত্র, বিদ্রোহী।

যশোমন্ত রায় ... দিগ্বিজয়ের পুত্র বিদ্রোহিসৈনিক।

কলবন্তসিং ... নগরপাল। বিদ্রোহী।

মাতাবুদ্দিন খাঁ ... যবনসেনাপতি।

প্রতিহারী, দূত, যবনসৈন্য, পারিষদ্ ও বন্দিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ইন্দুমতী .. ... রাজমহিষী।

শশিকলা ... ... মন্ত্রীতনয়া।

পুরস্ত্রীগণ ও পরিচারিকা ইত্যাদি।

শশিকলা।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পার্ব্বতীনাথের নাটমন্দির।

[জয়প্রতাপ রায় ও সুধীর সিং উপবিষ্ট]

জয়। সুধীর! তোমার স্বর্গীয় পিতার ন্যায়, এই উদয়পুর রাজ্যে সাম্ভ্রান্ত বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দ্বিতীয় ছিল না, তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর মন্ত্রণাকৌশলে, এই রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ ও বিবাদ কিছুই ছিল না, প্রজাগণ রামরাজ্যের ন্যায়, এই রাজ্যে পরম সুখে কাল যাপন করিত; তোমার পিতা যত দিন মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত ছিলেন, দিগ্বিজয়রায়ের কিঞ্চিৎমাত্রও প্রাদুর্ভাব ছিল না, মহারাজ দিগ্বিজয়ের পরামর্শে কর্ণপাতও কোর্‌তেন না, দিগ্বিজয় মহারাজের নিকট সর্ব্বদা তোমার পিতার নিন্দা কোর্‌ত, যাতে তোমার পিতা পদচ্যুত হন, তার সমুহ চেষ্টা কর্‌ত, কিন্তু কিছুতেই সে অভীষ্ট লাভ কোর্‌তে পারে নাই, অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে, নৃশংস হত্যাকারী দ্বারা গোপনে তোমার পিতার প্রাণ সংহার করে, তৎপরে কৌশলে মহারাজকে বশীভুত কোরে স্বয়ং

মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়। দুরাত্মা দিগ্বিজয় মন্ত্রীর পদ লাভ করেও, দুরভিসন্ধি হতে ক্ষান্ত হয় নাই, সে স্বয়ং রাজ্যাভিষিক্ত হবার অভিলাষে প্রজাগণের হৃদয় মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি সংস্থাপন কোরেছে। দিগ্বিজয়কে মাত্র পদচ্যুত কোরে পরিত্রাণ দিয়ে মহারাজ ভাল কার্য্য করেন নাই।

সুধী। হায়! যখন ন্যায় বিচার উচ্চৈঃস্বরে বিদ্রোহিগণের শাস্তি প্রার্থনা কোচ্চে, তখন তদ্বিপরীতে কার্য্য কোরে, বিদ্রোহিগণকে অভয় দান কোরে, আমার মতে মহারাজ সুবিচার করেন নাই। মন্ত্রীমহাশয়! মহারাজের এরূপ ভীরুতা প্রদর্শনের কারণ আপনি কি অবগত আছেন?

জয়। বিক্রম যে কেবল শোণিতপাতেই প্রকাশ পায় এমন নয়, দূরদর্শন ও মন্ত্রণাকৌশল দ্বারা, বিগ্রহ এবং সন্ধি সংস্থাপনই রাজার প্রকৃত বিক্রম, শুদ্ধ বাহুবলে রাজ্য রক্ষা হয় না। সুধীর! যে কার্য্যে জয় পরাজয়ের আশঙ্কা আছে, সে কার্য্যে বিশিষ্টরূপে প্রস্তুত না হয়ে, প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়, স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লয়ে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হোলে যে কি হোতো, তা তুমিই কেন বিবেচনা কোরে দেখনা; এই সন্ধির দ্বারা আমরা অবসর লাভ কোরেছি। দিগ্বিজয়ের পক্ষ যবন সেনারা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পেয়ে, এবং আমাদের কৃত্রিম ভয় প্রদর্শন অবলোকনে, জয় লাভের নিশ্চয়তা বোধ কোরে, এখন নির্ভরে আমোদ প্রমোদে মগ্ন হোয়েছে, এই অবকাশে আমাদের সপক্ষ রাজগণ স্বীয় স্বীয় সৈন্য লোয়ে সাহায্যার্থে আগমন কোচ্চেন

সুখী। এখন আমি মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হোলেম, বাহুবলাপেক্ষা মন্ত্রণাবল সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যখন দিগ্বিজয় রায়ের অত্যাচার আমার অন্তরে উদয় হয়, তখন আর ধৈর্য্যাবলম্বন কোর্‌তে পারি না, মন্ত্রীমহাশয়! এই দেহে যত দিন বিন্দুমাত্র ক্ষত্রশোণিত প্রবাহিত হবে, ততকাল পর্য্যন্ত আমি স্বর্গীয় পিতার প্রাণনাশকর্ত্তার নৃশংস কার্য্যের প্রতিফল প্রদানে যত্ন কোর্‌তে ত্রুটি কোরব না হায়! কতদিনে দুর্ব্বৃত্ত দিগ্বিজয় রায়ের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে সাক্ষাৎ হবে, দিগ্বিজয় যে কেবল আমার প্রতি অত্যাচার কোরেছে, সেই প্রতিশোধ জন্যই আমি এত অধীর তাও নয়, দুর্ব্বৃত্ত দিগ্বিজয় জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ পাশ ছেদন কোরে, অশেষগুণালঙ্কৃত মহারাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ, রাজ্যগ্রহণাভিলাষ, এতাদৃশ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান আর সহ্য হয় না; মন্ত্রীমহাশয়! মহারাজ দিগ্বিজয় রায়ের অভিসন্ধি অবগত হোয়েও যে, তার মন্ত্রণায় কর্ণপাত কোর্‌তেন এইটী বড় আশ্চর্য্য!

জয়। মহারাজ দিগ্বিজয়ের মন্ত্রণামত কার্য্য কোরেই, সমস্ত বিপদ্‌-পাতের হেতু উৎপন্ন কোরেছেন, উদারস্বভাব মহারাজ, প্রতারকের প্রবঞ্চনায় ভুলে, তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরে আপনার পায়ে আপনি কুঠার প্রহার কোরেছেন, ধূর্ত্তের কল্পিত করবৃদ্ধি প্রভৃতি নূতন নিয়ম সকল সংস্থাপন কোরে প্রজাগণের বিরাগভাজন হোয়েছেন, দুর্ব্বৃত্ত দিগ্বিজয় স্ব-কৃত কার্য্যের সমস্ত দোষ, মহারাজের উপর অর্পণ কোরে

গুপ্তচর দ্বারা, প্রজাগণের মনোমধ্যে অসন্তোষ অগ্নি প্রজ্বলিত কোরেছে, এখন সুযোগ বিবেচনা কোরে, আপন দুরভি-প্রায়ের সহকারী, গৌর সিং এবং যশোমন্ত রায়ের সহিত যবন সেনা সমভিব্যাহারে রাজ্যাক্রমণ মানসে যাত্রা কোরেছে।

সুধী। পাপাত্মা দিগ্বিজয় আপনার স্বভাব সদৃশ সহকারী প্রাপ্ত হোয়েছে, গৌরসিংহের ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত লোক এ পৃথিবী মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই; কিন্তু যশোমন্ত রায়ের সৎস্বভাব স্বল্পকাল হোতেই পরিবর্ত্তিত হোয়েছে।

জয়। স্বভাব পরিবর্ত্তন জন্যই, আমিও আত্মজা শশিকলার সহিত তাঁর পরিণয়ের কল্পনা পরিত্যাগ কোরেছি, যদবধি যশোমন্তের মন দুরাশাবারিদ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই, ততদিন এই রাজ্য মধ্যে তাঁর তুল্য গুণবান্ যুবা, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, একমাত্র তাঁর তুল্যবলী এবং গুণশালী তুমি, কিন্তু তুমি সদাকাল বিদেশবাসী, শত্রুসংহার তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য, রণে জয়লাভ ভিন্ন অপর কোন বস্তু লাভেই তোমার স্পৃহা নাই।

সুধী। মহাশয়! রণে জয়লাভে, মাতৃভূমির বৈরিগণ বিনাশে হৃদয়ে যে পরিমাণে আনন্দ অনুভব কোরেছি, তা অপেক্ষা কুমারী শশিকলাকে দর্শনে, সহস্রগুণ আনন্দ লাভ কোরে থাকি, কিন্তু আপনি যশোমন্তের সঙ্গে কুমারীর পরিণয় সম্বন্ধ স্থির কোরেছেন বোলে, এতদিন মনের ভাব মনেতেই গোপন কোরে রেখেছিলাম, আজ আপনার অভিপ্রায় অব-

গত হোয়ে, হৃদয়ের অভিলাষ প্রকাশ কোর্‌লেম, এখন আমার এই প্রার্থনা যে, অনুগ্রহ কোরে, আমায় কুমারীকে প্রদান করেন।

জয়। এ পৃথিবী মধ্যে এমন পিতা কে আছে যে, তোমার ন্যায় সৎপাত্রে কন্যার্পণে যত্ন না করেন? এবং শশিকলা যদিও রূপগুণে রমণীকুলের ভূষণস্বরূপা, কিন্তু তাঁর অপেক্ষাও এ ধরাধামে যদি কেউ সুন্দরী ও গুণবতী থাকেন, তিনিও যে তোমার ন্যায় পতি লাভে ইচ্ছা করেন, তাতেও সন্দেহ নাই।

সুধী। আপনি অনুগ্রহ কোরে যা বলেন, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, এদেহে যতদিন জীবন থাক্‌বে, ততদিন প্রাণ-পণে আপনার অনুগ্রহ ভাজন হোতে যত্ন কোর্‌ব। এই যে, কুমারী এই দিকেই আস্‌চেন।

(শশিকলার প্রবেশ)

শশি। বিজয়পুর হোতে, জনেক দূত বিশেষ সম্বাদ লয়ে আগমন কোরেছে, সেই জন্য মহারাজ আপনাকে স্মরণ কোরেছেন, আপনি সভায় শীঘ্র গমন করুন্।

জয়। সুধীর! তুমি এইখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, আমি মহা-রাজের নিকট হোতে সবিশেষ জ্ঞাত হোয়ে, শীঘ্র প্রত্যা-গমন কচ্চি।

(প্রস্থান)

সুধী। সৈনিক পুরুষের দ্বারা প্রণয় সম্বোধন, সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, কিন্তু কুমারি! আমি সত্য বোল্‌চি, যখন সম্মুখ

সংগ্রামবহ্নি, যোদ্ধার হৃদয়ে জয়লাভ আশা উদ্দীপ্ত করে, যখন যশপতকা তার নেত্রাগ্রে উড্ডীয়মানা হয়, সেই সময় তার মন, যেরূপ আনন্দে নৃত্য কোরে থাকে, আপনার অলৌকিক লাবণ্যময়ী প্রতিমা দর্শনে, আমারও মন তদপেক্ষা আনন্দে নৃত্য কোচ্চে। সুন্দরি! এই হতভাগ্য কি কখন দুরাশা সমুদ্রের তীর লাভে সক্ষম হবে?

শশি। সেনাপতি মহাশয়! আপনি সতর্ক হোন, প্রণয় সমুদ্রে যাবজ্জীবনের জন্য সুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দেবেন না, হায়! আপনি প্রণয়ে যে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, তা কিছুই জানেন না।

সুধী। কপট প্রণয়ে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের সম্ভাবনা, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রণয় সমুদ্রে নিরন্তর সর্ব্বদা সুখের হিল্লোল প্রবাহিত করে, সংসারের সার উপসেব্য প্রণয়িণীর সহবাসসুধা, সেই সমুদ্র মন্থনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শশি। ভ্রম মাত্র! ভাবি সুখকল্পনাকে মনোমধ্যে স্থান দিয়ে কেবল মনের চঞ্চলতা ও মলিনতা সাধন করা, যুদ্ধই আপনার উদ্দেশ্য—জয় রমণীই আপনার যোগ্যা প্রণয়িণী।

সুধী। হায়! যোদ্ধার হৃদয় কি এত কঠিন, যে তাতে মদনের ফুল শর প্রবেশ কোরতে পারে না, সুন্দরি! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে, শর্ব্বরী জাগরণে, হিমপাতে, বিদেশবাসে, বহুকষ্টে এতকাল পর্য্যন্ত, এই বাহুবলে বৈরিশোণিতে ধরা প্লাবিত কোরে যে, যশোরাশি লাভ কোরেছি, সে সকল কেবল আপনার চরণে উপহার দেবার জন্য।

শশি। সেনাপতি মহাশয়! বালক, বৃদ্ধ বনিতা, সকলেই আপনার যশোগান কোরে থাকে. এবং কুলকামিনী মাত্রেই আপনার প্রণয় লাভের আশা কোরে থাকে। আপনি যে আমাকে প্রণয় সম্বোধনে সম্মান কোচ্চেন, তাও আমি জানি; কিন্তু হায়! আপনার অসাধারণ গুণে বশীভূত হোয়েও আপনার অভিলাষ পূর্ণ করবার ক্ষমতা নাই।

সুধী। আপনার এরূপ অমিয় বাক্য শুনে, অশীতিপর বৃদ্ধের মনে আশাশিখা পুনর্দ্দীপ্তা হয়, হায়! কেমন কোরে আমি ভাবিত হৃদয়কে প্রবোধ প্রদান করি সুন্দরি! তোমার হৃদয়ে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই? বোধ করি বিধাতা নির্জ্জনে বোসে সহৃদয় সৃষ্ট জীব হোতে সৌন্দর্য্য রাশি গ্রহণ কোরে. একটী অপূর্ব্ব জীব, জীব হিংসার মানসে সৃজন কোরে থাক্‌বেন।

শশি। মহাশয়? ক্ষান্ত হোন্; আর আমায় প্রশংসা কোর্‌বেন না, অবলা রমণীর মন অতি সরল. কি জানি পাছে প্রশংসায় ভুলে মনের গতি অন্য দিকে যায়, এক ভিন্ন অন্য পুরুষে অভিলাষ অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাও ভাল; আপনিতো সকলি জানেন।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। সেনাপতি মহাশয়! উত্তর প্রদেশ হোতে, একদল সৈন্য এই দিকে আস্‌চে, এবং দক্ষিণদুরচার উপর থেকে অস্ত্রের চাক্‌চক্য দেখা যাচ্চে, বোধ করি সহকারী সেনাপতি তেজসিং

যশোমন্ত যুদ্ধ হোতে আমাদের সাহায্য জন্য প্রত্যাগমন কোচ্যেন, মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে রাজসভায় সত্বরে গমন কোর্‌তে, আদেশ কোরেছেন।

সুধী। তুমি বলগিয়ে, আমি এখনি যাচ্যি।

[দূতের প্রস্থান]

সুন্দরি! আপনার লাবণ্যও যেরূপ অলৌকিক, চরিত্রও তদনুরূপ, আমি শত সহস্র যন্ত্রণা সহ্য কোর্‌লেও, আপনাকে অপদে পদার্পণ কোর্‌তে কখনই পরামর্শ দেবনা; মন্ত্রী মহাশয়, যশোমন্তের সহিত আপনার বিবাহ কল্পনা পরিত্যাগ কোরেছেন, এখন আপনার অভিমত হোলেই, আমার আশা পূর্ণ হয়।

(সুধীর সিংহের প্রস্থান)

শশি। হায়! কেন আপনি বৃথা প্রণয় আশে কষ্ট পাচ্যেন? এই হতভাগিনী কি আপনার কোমল মনে বেদনা দেবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেছিল? কি পরিতাপ! আমার মন এখন আমার নয়, অনেক দিন থেকে অন্যকে অর্পণ কোরেছি, কিন্তু আমি যার জন্যে যত্ন কচ্যি, তাঁর মন আর পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রতি নাই, তিনি এখন দুষ্কার্য্যে মনোনিবেশ কোরেছেন, দুরাশা দুষ্টাস্ত্রীর ন্যায় তাঁর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্তা হোয়েছে। যাই, এমন সময় একলা এখানে থাকা উচিত নয়।

[প্রস্থান]

প্রথমাঙ্ক।

(দ্বিতীয়দৃশ্য।)

(রাজপুরীর নিকটস্থ উপবন)

(শশিকলার প্রবেশ)

শশি। আমাকে এই উপবনে অপেক্ষা কর্‌তে লিখেছেন, তাইত, তিনি কেমন কোরে এখানে আস্‌বেন. এ রাজপুরী এখন তাঁর পক্ষে শত্রুপুরী—ঐনা কে একজন এই দিকে আসচ্যে (যশোমন্তুবায়ের উদাসীনের বেশে প্রবেশ)

যশ। কুমারি ! রমণীর সবল হৃদয়ে, রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় আন্দোলিত হওয়া অনুচিত. নারীর মন সহজেই তার আত্মীয়গণের পক্ষ অবলম্বন করে, এবং তাদের কার্য্যের পক্ষপাতী হয়, নিরপেক্ষ বিচার রমণীর সাধ্যাতীত।

শশি। একি! আপনার একরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হোলো? আপনার এখানে আগমন নিষিদ্ধ, আমিও আপনাকে এখানে আস্‌তে নিবারণ কোরেছি, দুরাশা কুহকীর মায়াপাশে বদ্ধ হোয়ে, আপনি কি জ্ঞান হারা হয়েছেন? আপনি এখানে যে কি আশয়ে এসেছেন, তা আমি জানি না. কিন্তু আপনার এখানে আসার যে আশা সে যে দুরাশা তাতে

সন্দেহ নাই। এই কপটবেশ আপনার মনের কপটতা স্পষ্ট প্রকাশ কোচ্চে।

যশো। আমি যে এই শত্রুপুরী মধ্যে আগমন কোরেছি যে, পুরীর লোকমাত্রেরি হৃদয়ে আমার অমঙ্গল চিন্তা সর্ব্বদা জাগরিতা রয়েছে, এ আসার আশা, কেবল তোমার সাক্ষাৎ আশামাত্র, হাঁয়! আমি অপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন কোরেছি। তোমার অভ্যর্থনা, তোমার মনের ভাব প্রকাশ কোচ্চে, এখন আর তোমার পূর্ব্বের ভাব নাই।

শশি। পূর্ব্বের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি আপনি জানেন না? আপনার মন হোতে সৎগুণ সকলকে দূরীকৃত কোরেছেন, এখন আপনি রাজদ্রোহী, মহারাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কোরেছেন, হায়! যে রাজা আপনাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন কোরেছেন, যে রাজা আপনাকে বান্ধব বোলে গণ্য কোরেছেন, এবং যিনি আপনার মনে ইচ্ছার উদয় মাত্র সেই অভিলাষ সফল কোরেছেন———

যশো। সে সমস্ত কেবল কপটতা এবং কৌশলমাত্র, আমার হৃদয় হোতে উচ্চ আশাতরুকে উৎপাটিত কর্‌বার জন্য, দুরাত্মা কি জানে না, এ রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী কে?

শশি। হায়! উপকারের কি এই ফল। আপনি কুমন্ত্রণার বশে জ্ঞানহারা হয়েছেন, গুণকে দোষ এবং দোষকে গুণ বোলে, স্থির কোরেছেন।

যশো। বৃথা কথায় আর কালক্ষেপের আবশ্যক নাই, এখন দুরাশা

সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি, পারে উত্তীর্ণ হোতে পারি ভালই, নচেৎ মগ্ন হব। বারহাজার যবন সৈন্য লোয়ে পিতামহাশয় বেলা দ্বিতীয় প্রহর সময়ে এ রাজ্যে উপস্থিত হবেন্, এবং অংশুমালীর অস্তাচল গমনের পূর্ব্বে উদয়পুরের বৃহৎ প্রাচীর সকল ভূমিসাৎ কোর্‌বেন, সুন্দরি! সংগ্রাম অগ্নি প্রজ্বলিত হবার অগ্রে, আমি তোমাকে এই আপদ পূর্ণ স্থান হোতে মুক্ত করবার মানসে আগমন কোরেছি।

শশি। হায়! আপনার মুখে একথা শুনে যে, আমি এখন এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছি এই আশ্চর্য্য! ধিক্ আমায় ধিক্! এরূপ কথা শুনে ও আমি অপেক্ষা কচ্চি। মহাশয়! ক্ষত্রিয় রমণীরা, যুদ্ধকে ভয় করে না, তারা ধর্ম্মের জন্য অক্লেশে প্রাণ-ত্যাগ কোরে থাকে।

যশো। স্পষ্ট কেন বল না যে, তোমার প্রণয়, সাগরের হিল্লোলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, সম্প্রতি তোমার মন অন্যে অনুরক্ত হোয়েছে আমি পার্ব্বতীনাথের নাটমন্দিরের স্তম্ভের আড়াল থেকে সুধীর সিংএর প্রণয়সম্ভাষণ সমস্ত শ্রবণ কোরেছি, এবং তুমিও যে সকল প্রশংশা বাক্য প্রয়োগ কোরেছিলে তাও শুনেচি।

শশি। আপনি এখান থেকে শীঘ্র গমন করুন্, আর বি[illegible] কোর্‌বেন না, আপনার শ্লেষ বাক্য আমার হৃদয়কে বিদ্ধ কর্‌তে সমর্থ হবে না. আপনার প্রকৃতি যে, এতদূর নীচ আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম্ না।

যশো। দেবরাজ! আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমার মস্তকে বজ্রপাত

কঙ্কন্। আঃ! যত দিন না চাটুবাদি সুধীর সিংএর শোণিতে এই হস্তকে রঞ্জিত কর্‌তে পাচ্যি, ততদিন আমার প্রতিশোধ পিপাসা নিবৃত্তি হচ্যে না!!——দুর্বৃত্ত আমার প্রণয় পথে কণ্টক যোগাণ কোরেছে, এত বড আস্পর্দ্ধা! সুন্দরি! এখন তোমার প্রণয় কোথায়? আর আমি কিছু চাই না, আমার মন প্রাণ সকলি তুমি হরণ কোরেছ, সেই সমস্ত প্রত্যার্পণ কর, এই আমার প্রার্থনা।

শশি। আপনি পাগলের ন্যায় প্রলাপ বোক্‌চেন্—— —সরলা বালা আপনার মিষ্ট আলাপে ভুলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না কোরে, আপনার প্রতি অনুরক্তা হোয়েছিল, এখন তার সেই দুষ্কর্ম্মের উচিত ফল পরিতাপ, হৃদয়কে বিদীর্ণ কোচ্যে।

(ক্রন্দন)

যশো। একি! রোদন কচ্যো কেন? হায় হায়! ক্ষান্ত হও, আর কেঁদ না—হে দিক্‌পালগণ! আপনারা সাক্ষ্য থাকুন্, সুন্দরীর অশ্রুজল আমার অন্তর হোতে উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে নির্ব্বাণ কোরলে? পুনরায় আমার হৃদয় প্রণয় পয়োধি জলে আর্দ্র হোলো, সুন্দরি! বল দেখি কি কৌশলে, আমার দেহ হোতে মনুষ্যত্ব গুণকে অপহরণ কোরেছ?

শশি। আমি অপহরণ কোরেছি? হায়! উদয়পুর বাসি রমণীরা নির্জ্জীব পুরুষের দেহে বিক্রম সঞ্চার কোরে থাকে, ভীরুর মনে সাহসের উৎপত্তি কোরে থাকে, আমি বরং শঠের প্রবঞ্চনার বশীভূত হোয়ে, মনকে চঞ্চল কোরেছি, মন সর্ব্বদা অস্থির

এক দণ্ডের জন্যও স্থির করতে পাচ্চি না।

যশো। সুন্দরি! আমার প্রতি আর তোমার পূর্ব্বের ভাব নাই, কিন্তু যশোমন্ত রায়ের মন তিল মাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই তোমার মুখনির্গত তিরস্কারও শ্রুতিসুখকর বিবেচনা হোচ্চে তোমার ভুবনমোহন রূপ রাগ রঞ্জিত হয়ে অধিকতর শোভা ধারণ কোরেছে, আরক্তিম নয়ন, কুঞ্চিত ভ্রুযুগল, হায়! এরূপ অপরূপ রূপ দেখে কার মন না চঞ্চল হয়।

শশি। মহাশয়! আপনি আর বিলম্ব কোরবেন না, আমায় বিদায় দিন্।

যশ। বিদায় এ দেহে প্রাণ থাকতে দিতে পারব না, হায়! আর কি আমি তোমার হাস্য মুখ দেখতে পাব না, এই উপবনে, লতা বিতানে, বৃক্ষতলে, অপরাহ্ন সময়ে, যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হোত, মৃদুমন্দ মলয় মারুত যখন প্রস্ফোটিত পুষ্প সমূহের সদ্গন্ধ সম্ভারে আমাদের মনের আনন্দ বৃদ্ধি কোরত, তখন যেরূপ তুমি কলকণ্ঠ কোকিলাপেক্ষা সুমিষ্ট স্বরে, প্রণয় সম্ভাষণ করতে, আর কি সেরূপ অমিয় তুল্য মিষ্ট কথা শুনতে পাব না, রে পরিবর্ত্তন প্রিয় কঠোর কাল। পর্য্যায় ক্রমে, আমার ভাগ্যে, আর কি সেরূপ শুভ দিনের সঙ্ঘটন হবে না।

শশি। আপনি মহারাজের বিপক্ষ পক্ষ পরিত্যাগ করুন্, তা হলেই প্রণয় পুষ্পে পুনর্ব্বার আপনার পা পূজা কোরব।

(নেপথ্যে, প্রহরিগণ। তোমরা এই উপবনের চতুর্দ্দিক ভাল

কোরে বেষ্টন কোরে অপেক্ষা কর, দেখ যেন কেও পালাতে না পারে।)

শশি। সর্ব্বনাশ! বোধ করি পিতা আপনার আগমন সংবাদ জানতে পেরেছেন, তাইত! আপনি এখন কিরূপে পলায়ন কোর্‌বেন?

যশো। কি! পলায়ন কোর্‌ব? আসুন্ না কেন তোমার পিতা, তাঁকেই বা ভয় কি। (যশোমন্তের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ)

[জয় প্রতাপ রায় ও প্রহরিগণের প্রবেশ]

জয়। পাপিষ্ঠ! তুই কি দুরভিপ্রায়ে, এই উপবন মধ্যে আগমন কোরেচিস্, তোর কি প্রাণের ভয় নাই, শশিকলা! তুমি এখান থেকে গমন কর, এ তোমার অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য—বক্তব্য পরে বোল্‌ব, এখন তুমি শীঘ্র গমন কর——এখন তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

(শশিকলার প্রস্থান)

মহারাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কোবেচিস্, রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত কোরেচিস্, এতেও কি তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই, গোপনে ছদ্ম বেশে, এই উপবন মধ্যে কি গুপ্ত হত্যা দ্বারা অভীষ্টসাধন লালসায় আগমন কোরেচিস্? ধিক্! ধিক্! প্রকাশ্য যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশে ভয় পেয়ে, শেষে কি কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য সিদ্ধি করবার মানস কোরেচিস্?

যশো। তুমি কি আমার বিক্রম জান না, কেবল তোমার অযোগ্য কথা শুনে, অন্তরে ঘৃণার উদয় হওয়ায়, ধৈর্য্যাবলম্বনে সমর্থ হচি,

না হলে— -- তোমার মতন, আমরা গোপনে কার্য্য সিদ্ধির ইচ্ছা করি না, মন্ত্রীর বল যে কেবল কৌশল, তা এ রাজ্য মধ্যে কেনা অবগত আছে, যখন পিতা মহাশয় সহস্র সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বীয় অভীষ্টসাধনে আগমন কচ্যেন; তখন গুপ্ত হত্যাকারীর ন্যায়, আমার এখানে আসবার আবশ্যক্‌ কি ?

জয়। বিদ্রোহীরা বিক্রম প্রকাশ কোরে কখনই কৃতকার্য্য হোতে পারে নাই, তোর্‌ মুখশ্রী, তোর্‌ কুঞ্চিত ললাট, তোর্‌ ছদ্ম-বেশ, তোর্‌ কথার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্যে. বল্‌ তুই কি জন্য এখানে এসেচিস্‌ ?

যশো। আমায় একক নিরস্ত্র দেখে, তুমিই কেন আমার মনোগত অভিপ্রায় বিবেচনা কোরে দেখনা, শশিকলার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আমি এখানে আগমন কোরেছিলাম, শশিকলার প্রণয় পাশে যে আবদ্ধ আছি, তা কি তুমি জান না, এবং আমার সহিত শশিকলার বিবাহ দিতে, তুমি যে স্বীকৃত ছিলে তা কি তোমার স্মরণ নাই——তোমাকে প্রিয়ার পিতা বোলে আপতত আমি ক্ষমা কর্‌লেম, কিন্তু এ কুব্যবহারের সমুচিত শাস্তি শীঘ্রই পাবে।

জয়। কি ! একটা বালকে আমার অপমান কোর্‌বে ? তোর সঙ্গে আমার বাগযুদ্ধ সম্ভব নয়, তোর মন যখন দুষ্টাভিসন্ধি দ্বারা কলুষিত হয় নাই, তখন তোকে উপযুক্ত পাত্র বোধ কোরে শশিকলার সহিত বিবাহ দেবার ইচ্ছা কোরেছিলাম. কিন্তু এখন তুই বিদ্রোহী, জগদীশ্বর আমার মনের ভাব

অবগত আছেন। আমি তোকে নিশ্চয় বোলচি, তুই সসাগরা ধরার অধিপতি হোলেও তোকে আর কোন ক্রমেই কন্যার্পণ কোর্‌ব না, প্রহরিগণ। তোমারা একে মহারাজের নিকট লয়ে যাও, তিনিই এর কার্যোচিত শাস্তিপ্রদান কোর্‌বেন।

(শশিকলার প্রবেশ)

শশি। পিতঃ। আপনার পায়েধোরে বোল্‌চি, আপনাকে বিনয় কোরে বোল্‌চি, দয়াকরে এঁকে পরিত্যাগ করুন, আমি যখন যা প্রার্থনা কোরেছি, আপনি তখনি তা পূর্ণ কোরেছেন।

জয়। প্রহরিগণ ? তোমরা আর বিলম্ব কোরনা, একে এখানথেকে শীঘ্র লয়ে যাও।

(প্রহরিগণের যশোমন্তরায়কে লইয়া প্রস্থান)

জয়। শশিকলা ! তুমি কোনকুলে জন্ম পরিগ্রহ কোরেছ, সেইটী একবার ভালকোরে বিবেচনা কোরে দেখ, তোমার স্বর্গীয় প্রসূতি পতিব্রতায় পার্ব্বতীর ন্যায় ছিলেন, তাঁর হাস্য, তাঁর ন্যায় কটাক্ষ, তাঁর হাব ভাব সকলি তোমাতে বর্ত্তমান দৃষ্ট হয়—বাহ্যিকগুণে যেরূপ ভূষিতা, হৃদয়কেও সেইরূপ পবিত্র রাখ্‌তে যত্নবতী হও।

(জয় প্রতাপ রায়ের প্রস্থান)

শশি। কুলমর্য্যাদা রাখবার জন্য, যদি জন্মেরমতন সুখ স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ কর্‌তে হয়, তাও কর্ত্তব্য ; হায় ! এ বিপদ হোতে উদ্ধার হবার তো কোন উপায় দেখ্‌চিনা, আমার উভয় শঙ্কট,

ঈশ্বর নাকরুন, যদি যশোমন্ত রায় এই যুদ্ধে জয়ী হন, তাহোলে পিতার প্রাণনাশ, মহারাজের রাজ্য বিনাশ, যদি মহারাজ জয়ী হন, তাহলে আমার ইহ জন্মের মতন সুখাশা বিনাশ; হায়। দুশ্চিন্তার হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্যে! যাই আর এখানে বিলম্ব কোরবনা, মহিষীর নিকট গমন করি।

(নিষ্ক্রমণ)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয়দৃশ্য।

(রাজপুরী মধ্যস্থ উপবেশনাগার

[জয়প্রতাপ রায় এবং সুধীর সিং উপস্থিত]

সুধি। আজ যে কতদূর পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি, তা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, এতদিনে আমার প্রতি দৈব অনুকুল হয়েছেন, আজ সম্মুখ সংগ্রামে দুরাত্মা দিগ্বিজয়ের বিক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হব, মন্ত্রি মহাশয়! সুষুপ্ত সিংহকে অকস্মাৎ জাগরিত করলে, সে যেমন রাগান্ধ হয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে উঠে, মহারাজ ও আজ তদ্রূপ রাগত হয়েছেন।

জয়। দিগ্বিজয়ের কটু কাটব্য শ্রবণে, প্রথমতঃ মহারাজের অন্তঃকরণে ঘৃণার উদয় হয়, তারপর দিগ্বিজয় মহারাজের প্রশ্নের পুনঃ পুনঃ শ্লেষ পুরিত প্রত্যুত্তর প্রদান করলে, তিনি একেবারে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় রাগে জ্বলে উঠেন, সে যাহউক্ বৈরি সৈন্যের সমাচার কি? শিক্ষিত সৈন্য না, কতগুলিন লুণ্ঠন প্রিয় পরদ্রব্যাপহারি যবন?

সুধী। নানাবিধ শস্ত্রধারি অশিক্ষিত যবন, মন্ত্রি মহাশয়! যদি একবার আমরা কোনমতে শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কোরে ব্যূহ

ভঙ্গ কর্‌তে পারি, তাহলেই অনায়াসে জয় লাভ কর্‌তে পার্‌বো।

জয়। বিপক্ষ সৈন্য সংখ্যার সম্বাদ পেয়েছ?

সুধী। আনুমানিক দশ সহস্র।

জয়। আমাদের সৈন্য সংখ্যা, তাহলে বিপক্ষ সৈন্যহোতে অর্দ্ধেকেরও ন্যূন, অগত্যা এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লয়েই, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোতে হবে, এক্ষণে তুমি শীঘ্র দুর্গমধ্যে গমন কোরে দুর্গদ্বার সকল ও দুর্গ প্রাচার রক্ষার্থে সৈন্য নিয়োগ করগিয়ে, আমি একবার মহারাজের নিকট গমন করি।

সুধী। যে আজ্ঞা, আমি এখনি চল্যেম, এইযে মহারাজ স্বয়ংই এইদিকে আস্‌চেন।

(সুধীরসিংএর প্রস্থান)

(মহারাজ গুণধীর রায়ের প্রবেশ)

গুণ। রাজ্যের মঙ্গলার্থে, যুদ্ধ বিনা যাতে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হয়, এতদিন তারই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হোল, এখন বিদ্রোহীদের কার্য্যোচিত ফল প্রদানে, যত্ন করা কর্ত্তব্য হয়েছে।

জয়। মহারাজ। দয়া প্রকাশের পাত্র আছে, অপাত্রে দয়া প্রকাশই এই বিপদ্‌পাতের হেতু।

গুণ। জগদীশ্বর বিচারকর্ত্তা! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোলে, বহুসংখ্যক প্রাণিনাশ হবে, এই আশঙ্কায় আমি এতদিন বিদ্রোহীদের শাসনে নিবৃত্ত ছিলাম, কিন্তু তাদের পাপেরতরী পূর্ণ

হয়েছে; অবিলম্বেই আমার কোপ বায়ু বেগে, অতল মগ্না হবে।

জয়। নরপতি! দিগ্বিজয়কে পদচ্যুত কোরে, তাকে নির্ব্বাসন করা ভাল হয় নাই, সে যাহোক এক্ষণে আমাদের সেনাপেক্ষা, শত্রুবল গণনায় অধিক, কিন্তু ধর্ম্ম আমাদের স্বপক্ষ, ধর্ম্ম বলে,—এবং রণ কৌশলে আমরা যে যুদ্ধে জয়লাভ কোর্‌ব তাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

গুণ। তোমার তুল্য বলী, বিবেচক, ও বিশ্বাসেরপাত্র-দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না, তুমিই দূর দৃষ্টিদ্বারা দুরাত্মাদিগের দুরভিসন্ধি সর্ব্বাগ্রে অবগত হয়ে আমাকে জ্ঞাপন কর, এবং দুষ্টগণের দমনার্থে এক্ষণেও উদ্যোগী হয়েছ,———এতাদৃশ প্রভু-ভক্তির অনুরূপ পুরস্কার আমি কখনই দিতে পার্‌বো না।

জয়। মহারাজ! আমি যে দিন থেকে আপনার কার্য্যে অবহেলা কোর্‌ব, সে দিন থেকে যেন আমার নাম কেহই গ্রহণ করেনা, আপনার মঙ্গল আমার অবশ্য চিন্তনীয়, প্রশংসা বা পুরস্কার কিছুই প্রয়োজন নাই।

গুন। তা আমি বিলক্ষণ জানি, এক্ষণে আমার বিবেচনায়, যাতে কোরে এককালে অধিক সংখ্যক শত্রুসৈন্য, আমাদের আক্রমণ কোর্‌তে না পারে, তারি কোন কৌশল করা আবশ্যক। সর্ব্বাগ্রে পদাতিক সৈন্যের মধ্যে একদল অসি চর্ম্মলয়ে তৎপশ্চাৎ দ্বিতীয় দল বর্‌চা ও দীর্ঘ বল্লম লয়ে গমন কোরে, শত্রুদের আগমনের পথ অবরোধ করুগ, আর আমাদের

ধানুকী সৈন্যগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করুগ, এবং দূর হোতে শর-বর্ষণ দ্বারা বিপক্ষ সৈন্যশ্রেণী ভঙ্গ কর্‌বার যত্ন করুগ, আর তুমি অশ্বারোহী সৈন্য দলের সহিত, পদাতিক গণের রক্ষণার্থে নিয়োজিত থাক, আমি নগর রক্ষায় নিযুক্ত থাক্‌লেম, আবশ্যক মতে তোমাদের সাহায্যার্থে গমন কোরব, এক্ষণে সেনাপতিকে এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন কোরে, শীঘ্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত কোরে যুদ্ধ যাত্রা কোর্‌তে বল গিয়ে, আমি একবার অন্তঃপুর মধ্যে গমন করি।

জয়। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(উভয়ের উভয় দিকে নিষ্ক্রমণ)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়দৃশ্য।

দুর্গ মধ্যস্থ প্রাকার।

(তেজসিং ও সুধীর সিংএর কথোপকথন)

তেজ। বিপক্ষ দল, পার্ব্বতীয প্রদেশ দিয়ে নগরাভিমুখে আগমনের পথে ব্যূহ সংস্থাপন কোরেছে, বোধ হয সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে আমাদের সহিত যুদ্ধ কর্‌বার মানসে অপেক্ষা কচ্চে।

সুধী সেটী তো আমাদের পক্ষে মঙ্গলেরই বিষয, সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে বিপক্ষেরা এককালে, বহু সংখ্যক সৈন্য লোয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোতে পারবে না, আমরা বিপক্ষ দলকে সহসা সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয দিক্‌ হোতে আক্রমণ কর্‌লে অনায়াসে জয লাভ কর্‌তে পারবো, তুমি মন্ত্রি মহাশয়ের নিকট শীঘ্র গমন কোরে, আমার অভিপ্রায অবগত করাও গিয়ে।

তেজ। যে আজ্ঞা, আমি এখনি চল্যেম। (নিষ্ক্রমণ)

(শশিকলার প্রবেশ)

শশি। আমি আপনার অন্বেষণ কচ্ছিলাম, আপনার এই উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বার পূর্ব্বে, এ হতভাগিনী আপনাকে কোন কথা বল্‌বার ইচ্ছা কোরেছে, কিন্তু আপনাকে

অত্যন্ত ব্যস্ত দেখছি, মহাশয়! আমায় দুঃখের কথা শুনবার কি আপনার অবকাশ হবে?

সুধী। কুমারি! মরু ভূমি মধ্যে, পিপাসায় পরিপীড়িত ব্যক্তি পানীয় প্রাপ্ত হোলে, কখন কি সে সেপাণীয় পরিত্যাগ কোরে থাকে, আমার ও তৃষিত হৃদয় তদ্রূপ আপনার বাক্য সুধাপানে কখনই ত্যাগ শক্ত নয়, হায! আপনার সরল মনকেও কি দুর্বৃত্ত দুঃখ আক্রমণ কোরেছে? যদি আমি আপনাকে দুঃখের হস্ত হোতে মুক্ত কোর্‌তে পারি, তাহোলে শত সহস্র যুদ্ধে জয় লাভ অপেক্ষা আনন্দ অনুভব কোরব্‌।

শশি। আমার এ দুঃখ মোচনে আপনার ভিন্ন আর কারো ক্ষমতা নাই।

সুধী। অনুমতি করুন, এই দণ্ডেই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত আছি।

শশি। তবে আপনার মনোমধ্যে আপনার সৎগুণ সমূহকে আহ্বান করুন, আমি আপনাকে যে কার্য্যে কর্‌তে অনুরোধ কোর্‌ব, আপনার উচ্চ গুণ সকলের সাহায্য ভিন্ন আপনি সে কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হোতে পারবেন না।

সুধী। যদি আপনার কার্য্যে এ জীবন পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি, আজ্ঞাকোরে উৎকণ্ঠা বিনোদন করুন।

শশি। যশোমন্ত রায় কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থান কোচ্যেন।

সুধী। হাঁ।

শশি। তাকে সেই বিপদ্ হোতে মুক্ত করুন।

সুধী। আপনার হৃদয়ে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই. হায়! এ কার্য্যে নিয়োগ কর্‌তে কি আর আপনি লোক পান্‌নাই. আমার প্রণয়ের প্রতিবাদী যে ব্যক্তি, যার পতনে আমার আশার সুসার হবার প্রত্যাশা, তাকে আমি মুক্ত কোর্‌ব? মনুষ্য দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হোতে পারে, তা আমি কোর্‌তে প্রস্তুত আছি, তদতিরিক্ত সাধ্য নাই।

শশি। হে অন্তর্যামিন ভগবান্! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। মহাশয়! আপনার মনে কষ্ট দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়, অনেক চিন্তারপর আপনি ভিন্ন আমার এদুঃখের ভারবহন করে, এমন আর কাকেও দেখতে না পেয়ে, আপনার নিকট মনোদুঃখ প্রকাশ কোরেছি, আপনার ন্যায় মহৎলোক ভিন্ন একার্য্য কর্‌তে আর কারো সাধ্য নাই, এক্ষন আপনার বিবেচনায় যাহয় তাই করুন।

সুধী। বিদ্রোহী এবং প্রভুর শত্রু——হায়! আমি মহারাজের অজ্ঞাতে তাঁর আজ্ঞা ব্যতীত, এ কার্য্য কেমন কোরে করি?

শশি। এই কি আপনার আমার প্রতি ভালবাসা? প্রণয়ি ব্যক্তিরা প্রণয়িনীর আদেশ পালন কি বিচার এবং বিবেচনা কোরে কোরে থাকে?

সুধী। উন্মাদের ন্যায় কার্য্য কোরে কি চিরকালের জন্য পরিতাপ কোর্‌ব, ন্যায়বিচারে যে ব্যক্তি আবদ্ধ হোয়েছে তাকে মুক্ত কোরে কি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কোর্‌বো, জন্মের

মতন সুখ আশা পরিত্যাগ কর্‌ব, কুমারি! না—এমন আজ্ঞা—

শশি। আপনি সে আশঙ্কা কোর্‌বেন না, যশোমন্ত রায়ের প্রতি আর আমার অনুরাগ নাই, তিনি বিদ্রোহী, পাপপক্ষ অবলম্বন কোরে, অকলঙ্ক রায়কুল কামিনীর পাণিগ্রহণ আশা পরিত্যাগ কোরেছেন।

সুধী। তবে তার মুক্তির জন্য আপনি এত চিন্তিতা কেন? দুরাত্মা বিদ্রোহী দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করুগ, কারাগারই তার উপযুক্ত বাস স্থান।

শশি। আপনি আমাকে কি এত নিষ্ঠুর জ্ঞান কোরেছেন? আমার জন্য যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হোয়েছে, তার দুঃখ দেখে কি মন স্থির থাকতে পারে, যদিও আমার হৃদয় থেকে অনুরাগ অন্তর হোয়েছে, কিন্তু তাঁর বিপদে আমি সন্তাপ অনুভব কোচ্চি আপনিও যদি তাঁর অবস্থা চিন্তা করেন, তাহোলে আপনারও দয়ার্দ্র হৃদয়ে দুঃখোদয় হবে।

সুধী। আপনার অনুরোধে আমার অন্তরে প্রবৃত্তির উদয় হোয়েছে, আপনার পবিত্র মনের সংসর্গে আমার মন হোতে স্বার্থতা দোষ দূরীকৃত হোয়েছে, আমি এই দণ্ডেই যশোমন্তকে করাগার হোতে মুক্ত কোর্‌ব।　　(নিষ্ক্রমণ)

শশি। ও! প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! সুধীর! আজ হোতে আমি তোমার গুণের দাসী হোলেম, এখন যাই আর বিলম্ব কর্‌ব না, মহিষী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, তাঁকে সান্ত্বনা কোরি গিয়ে।

(নিষ্ক্রমণ)

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য।

কারাগার।

[যশোমন্ত রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ]

যশো। ধিক্ আমায় ধিক্! প্রণয়পাশে বদ্ধ হোয়ে কি একবারে সদসৎ কর্ত্তব্য কার্য্য বিবেচনা শূন্য হোয়ে, ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রকৃত পাশে বদ্ধ, কারাবাসী হোলেম, রে দৈব! তোর নিকট আমি এমন কি অপরাধ কোরেছি যে, তুই প্রতিকূল হোয়ে আমার আশা ভরসা সকলি সমূলে উচ্ছেদ কোর্‌লি।

(সুধীরসিংএর প্রবেশ)

তুমি কি আমার এই দুর্দ্দশা দেখে, আনন্দ প্রকাশ কর্‌বার জন্য এখানে এলে, এরূপ অপমান সহ্য করাপেক্ষা স্বহস্তে ——

সুধী। শত্রুও যদি দৈব কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, তার সেই শোচনীয় দশা দেখে উপহাস করা, অথবা সন্তোষ প্রকাশ করা, হীন প্রকৃতির কার্য্য, সুধীর সিংকে তুমি তত নীচ জ্ঞান কোর না, তোমার দুঃখে আনন্দ প্রকাশ কর্‌বার অভিপ্রায়ে আমি এখানে আসি নাই বরং————

যশো। বরং দুঃখ প্রকাশ কোর্‌তে——অসহ্য! আমার অদৃষ্টে

কি এত দূর ছিল। হা! দুর্ব্বৃত্ত!———তোর আর দুঃখ প্রকাশে প্রয়োজন নাই, হে নরকাগ্নি! তুমি দয়া কোরে আমার অন্তর হোতে, একবার বহিষ্কৃত হোয়ে এই শৃঙ্খল কে দ্রবীভূত কর, আমি এর আস্পর্দ্ধার সমুচিত শিক্ষা প্রদান করি, না হয় করাল জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে একে দগ্ধ কোরে, আমার বৈরি সংহার কর. আঃ! আর সহ্য হয় না———

সুধী। বলি ব্যক্তি বৃথা বাক্য প্রয়োগ কোরে বিক্রমের পরিচয় দেয় না, বিক্রম কার্য্যে প্রকাশ পায়, কথায় নয়, আমার বিক্রম আমার কার্য্যের দ্বারা প্রতীত কর———তোমাকে এই যন্ত্রণা হোতে মুক্ত কর্‌বার অভিপ্রায়ে আমি এখানে আগমন কোরেছি———

যশো। নৃসংশ হত্যা দ্বারা? পাপিষ্ট রাজার পারিষদগণের দ্বারা এইরূপ কার্য্যই প্রত্যাশা করা যায়, পাপাত্মা মন্ত্রী বুঝি রাজ্য রক্ষার জন্য এইরূপ পরামর্শ স্থির কোরেছে—যুদ্ধে বলের প্রয়োজন, সেটীর অপ্রতুল হোলে কাযেই কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ কোর্‌তে হয়।

সুধী। মন্ত্রীর বিক্রম এবং আমার অসির ক্ষমতা কি তুমি জান না, আমার অসি গুপ্ত হত্যাদ্বারা কখনই কলুষিত হয় নাই, মহারাজের অথবা মন্ত্রি মহাশয়ের মনে এরূপ পাপ কার্য্যের কখনই উদয় হয় নাই। তোমার বন্ধন মোচন কোরে, তোমাকে কারাগার হোতে মুক্ত কর্‌বার অভিপ্রায়ে আমি এখানে আগমন কোরেছি।

যশো। চাটুবাদি ! তুই আমাকে মুক্ত কোর্‌বি ?——তুই আমার বন্ধন মোচন কোর্‌বি ? অসম্ভব !—পাছে আমি এই কারাগার থেকে মুক্ত হই এ আশঙ্কায় তোরা সর্ব্বদা সশঙ্কিত।

সুধী। রণক্ষেত্রে তোকে এর উত্তর দেব।

যশো। রণক্ষেত্রে——যা যা, এখান থেকে পালা, তোর আর বৃথা দম্ভ প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কুপিত সিংহের সম্মুখে যদি গমন কোর্‌তে শক্ত হোস, তবে আমার অগ্রে রণক্ষেত্রে আস্‌তে সাহস কোরিস্‌।

সুধী। কেতুই——হা হা ! যে তোর সম্মুখে গমন কোর্‌তে আমি ভয় পাব ? আমি ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে প্রতিজ্ঞা কোচ্চ্যি, কি রণ ক্ষেত্রে, কি নগর মধ্যে, যেখানে তোকে সশস্ত্র দেখ্‌তে পাব, সেইখানেই তোর দুষ্কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল, এই অসি দ্বারা প্রদান কোর্‌ব।

(সুধীর সিং কর্ত্তৃক যশোমন্ত রায়ের বন্ধন মোচন)

যা এখন পলায়ন কোরে, প্রাণরক্ষা কর্‌ গিয়ে ?

যশো। হে ধর্ম্মরাজ! এতাদৃশ অপমান সহ্য করাপেক্ষা, কেন তুমি তোমার করাল কাল দূতকে আমার সমীপে প্রেরণ কোল্যে না, এ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল, তোর নিকট উপকার পাশে বদ্ধ থাকাপেক্ষাও এই লৌহ পাশ আমার শ্রেয় ছিল, কেবল শত্রু সংহার মানসেই এই ঘৃণিত স্বাধীনতা গ্রহণ কোর্‌লেম, কিন্তু তুই এমন মনে কোরিস্‌নে যে তোর কপট ব্যবহারে বশীভূত হোয়ে আমি তোদের পক্ষ অবলম্বন

কোর্‌ব, কি তোদের প্রতি শত্রু ভাব পরিত্যাগ কোর্‌ব, এদেহে জীবন থাকুতে তোদের নির্যাতন কোর্‌তে ত্রুটি কোর্‌ব না।

সুধী। তোর সহিত মিত্রতা করা আমাদের ইচ্ছা নয়, তুইও এমন মনে করিস্‌নে যে, তোর মিত্রতা লাভেচ্ছায়, আমি তোকে স্বাধীনতা প্রদান কোর্‌লেম, আমি স্বইচ্ছায় তোকে মুক্ত করি নাই, কেবল কুমারী শশিকলার অনুরোধে—

যশো। কি বল্‌লি! আঃ! দুর্ব্বৃত্ত আমার অন্তরের নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিকে প্রজ্বলিত কোর্‌লি, আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, তোর শোনিতে এই জ্বলন্ত হুতাশন নির্ব্বাণ কোর্‌ব।

সুধী। যদিও তোর প্রলাপে আমি কর্ণপাত কোচ্চি না, কিন্তু তুই সাবধান হ, কি জানি ক্রোধ রিপুর বশীভূত হোলে কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা থাকুবে না।

যশো। যদি রণক্ষেত্রে শত্রুদল সংহারের ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী না থাক্‌তো, তাহোলে এই মুহূর্ত্তেই তোর অসিতেই তোকে বিনাশ কোর্‌তেম, হা!——ভয়ে তোর সমস্ত শরীর কম্পিত হোচ্চে, তোর শোণিতশূন্য দেহ, তোর অন্তরের অবস্থা প্রকাশ কোচ্চে।

সুধী। দুর্ব্বৃত্ত লম্পট! যা এখান থেকে পলায়ন কর্‌। তোর প্রমুখাৎ কটু কাটব্য শ্রবণে আমি কুপিত হব না, রণক্ষেত্রে এর প্রত্যুত্তর প্রদান কোর্‌ব।

যশো। আঃ! আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল! আর সহ্য হয় না।

প্রতিশোধ পিপাসা আমার কণ্ঠ শুষ্ক কোচ্যে,যাহোক আমার হস্ত হোতে তোর নিষ্কৃতি নাই, সংগ্রাম স্থলে আমি তোর সহিত সাক্ষৎ কোর্‌ব।

সুধী। জগদীশ্বর যেন তোর মনোষ্কামনা সিদ্ধ করেন। আয় এখন আমার সঙ্গে আয়।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ)

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয়দৃশ্য।

(রাজ অন্তঃপুরীস্থ মহিষীর উপবেশনাগার)

(মহারাজ গুণশ্রীররায় মহিষী ইন্দুমতী উপবিষ্টা ও পরিচারিকা গণ দন্তায়মানা)

গুণ। বলবান বিক্রম শালী তেজ সিং, শত্রু নিকটে কখনই পরাভব হবেন্ না, বিশেষ আমি স্বয়ং তাঁর সাহায্যে গমন কোচ্যি।

ইন্দু। হায়! মহারাজ—

গুণ। মহিষি এ কি! তুমি কি জন্য এত চিন্তিতা হোয়েছ? প্রিয়ে! তুমি হৃদয় হোতে দুশ্চিন্তাকে দূর কর, আমি অদ্যই শত্রু সংহার কোরে জয়পতাকা আনয়ন পূর্ব্বক তোমার পদতলে উপহার প্রদান কোর্‌ব।

ইন্দু। নাথ! আপনার যুদ্ধ যাত্রার সম্বাদ শুনে অবধি, মন অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়েছে, আপনি ক্ষন্ত হোন্ যুদ্ধে গমন কোর্‌বেন্ না; আপনার মঙ্গলেই রাজ্যের মঙ্গল, বিশেষ বিদ্রোহিগণের সহিত স্বয়ং সংগ্রামে গমন করা কর্ত্তব্য নয়!

গুণ। প্রিয়ে! রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমি শস্ত্রপাণি হোয়েছি, শত্রু

সেনা কর্ত্তৃক নগর বেষ্টিত দেখে, যদি আমি যুদ্ধে গমন নাকরি তাহোলে প্রজাগণ আমাকে কাপুরুষ বোলে গণনা কোর্‌বে।

ইন্দু। আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত কোচ্চি, সেই দিকেই অমঙ্গল চিহ্ন সকল দেখতে পাচ্চি, হায়! ভগবান্ যদি আপনাকে উচ্চ পদাভিষিক্ত না কোর্‌তেন্, তাহোলে আমাকে আর এরূপ দুর্ভাবনা ভাবতে হোত না, নিরুদ্বেগে সুখে কালযাপন কোর্‌তে পার্‌তেম।

গুণ। আমি সে সুখের আশা করি না। মহিষি। মনোমধ্যে ভাবনা কোরে দেখ দেখি, যখন রাজা প্রজাগণকে শত্রুর পীড়ন হাতে মুক্ত করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে কি পরিমাণে সুখের উদয় হোযে থাকে।

ইন্দু। কিন্তু নাথ! প্রজাগণকে পীডন হোতে মুক্ত কোরতে, তাঁকে নানারূপ আপদে পতিত হোতে হয়।

গুণ। ব্যাধি না থাক্‌লে স্বাস্থ্যতার সুখ কেহই জানতে পার্‌ত না, বিপদে পতিত হোয়ে বিপদ হোতে উদ্ধার না হোতে পার্‌লে লোকখ্যাতি ও যশ লাভ কোর্‌তে পারে না, প্রিয়ে! যখন তোমার মন হোতে চিন্তা দূর হবে, যখন তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা কোর্‌তে পারবে, তখন তুমিই আবার আমার প্রজা-বৎসলগুণের প্রশংসা কোর্‌বে। প্রিয়ে! এখন বিদায় দাও আমি যুদ্ধে গমন কোরি।

ইন্দু। নাথ। অনাথ নাথ জগদীশ্বর আপনাকে রণে জয়ী করুন।

(পরিচারিকাগণের প্রতি) চল আমরা মহারাজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় দেবী ভগবতীর অর্চ্চনা করি গিয়ে।

গুণ। প্রতিহারি! তুমি শীঘ্র গমন কোরে, সুধীর সিংকে নাগরিক সৈন্যের সহিত প্রস্তুত হোতে বল গিয়ে, আমি অবিলম্বেই যুদ্ধে যাত্রা কোর্‌ব।

নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

তৃতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

(মহারাজ গুণধীর ও পারিষদ্গণ দণ্ডায়মান)

গুণ। পারিষদ্গণ! চল আমরা শত্রু শাসনে গমন করি, সুধীর সিং নগর প্রান্তে আমাদের অপেক্ষা কোচ্যেন।

(প্রতাপ সিংএর প্রবেশ)

প্রতা। মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দুরাত্মা গৌব সিং কতকগুলী যবন সৈন্য সঙ্গে লোয়ে পর্ব্বতীয় প্রদেশস্থ গুপ্ত পথ দিয়ে গোপনে নগর মধ্যে প্রবেশ কোরেছে, নাগরিক সৈন্যরা সহসা যবন সৈন্য নগর মধ্যে দেখে, ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন কোচ্চে, সেনাপতি মহাশয় স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লোয়ে যে রূপ কৌশলে যুদ্ধ কোচ্যেন, এই অভাবনীয় বিপদ্ উপস্থিত না হোলে, অতি অল্পকাল মধ্যে রণে আমাদের জয় লাভ হোত; মহারাজ! ইতি কর্ত্তব্য অবধারণে আর বিলম্ব কোর্‌বেন না।

গুণ। বোধ হোচ্যে দৈব আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন, নচেৎ অদৃষ্ট চক্রনেমি কেন আমায় দলন কোর্‌তে প্রস্তুতা হবেন।

(নেপথ্যে কোলাহল শব্দ)

দুরাচার যবনগণ দ্বারে উপস্থিত, এখন আর পরামর্শের সময় নাই, অকলঙ্ক ক্ষত্রিয় কুলে আমি কখনই কলঙ্কার্পণ কোর্‌বনা, যতক্ষণ এদেহে জীবন থাকবে, ততক্ষণ প্রাণপণে সিংহাসন রক্ষার যত্ন কোর্‌ব; তুমি শীঘ্র গমন কোরে, নাগরিক সৈন্য-গণকে একত্র কর গিয়ে, বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কদাচ করা হবে না (কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক) আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এস আমরা গমন করি।

(নেপথ্যে বহু লোকের পদ শব্দ।)

প্রতা। মহারাজ! ঐ শুনুন্‌, বোধ কোরি শত্রুসৈন্য পুরদ্বার পর্য্যন্ত আগমন কোরেছে, এখনি তারা এখানে উপস্থিত হবে, মহারাজ! ঐ দেখুন—

গুণ। জীবন ধারণ কোর্‌লে মৃত্যু একদিন অবশ্যই হবে, এস আমরা রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কোরে শূরগণের ঈপ্সিত পবিত্র লোকে গমন করি।

(গৌর সিংএর কতিপয় যবন সৈন্যের সহিত প্রবেশ)

তোকে এ সভাস্থলে আগমন কোর্‌তে কে অনুমতি দিলে, বিনা অনুমতিতে এখানে আস্‌তে তোর লজ্জা বোধ হোলনা?

গৌর। এ পুরীর অধিকারী এখন আমি, রাজলক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ কোরেছেন, দিল্লীশ্বর তোমার অযোগ্য শির

হোতে মুকুট গ্রহণ কোরে, তাঁর পদতলে অর্পণ কোর্‌তে এবং তোমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কোরে তাঁর নিকটে লোয়ে যেতে অনুমতি কোরেছেন।

ণ। পাপিষ্ঠ! তোর হৃদয় কি পাপ কার্য্যে এতদূর কলুষিত হয়েছে যে, তুই ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা শূন্য হোয়েছিস্, ন্যায় বিচারে তোকে অপরাধী সাব্যস্ত কোরে, তিনবার তোর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দোয়া হয়, আমি দয়া কোরে তিনবারই তোর অপরাধ মার্জ্জনা কোরে তোকে জীবন দান করি, তার কি প্রতিফল এই?——তুই বিদ্রোহী—পাপ কর্দ্দমে তোর দেহ পঙ্কিল, ধিক্ নরাধম ধিক্!

ার। আমি যে জীবিত আছি, তোমার অন্যায় বিচারে আমার যে প্রাণ দণ্ড হয় নাই, তার কারণ তোমার দয়া নয়, কেবল ভয়, ভয় প্রযুক্তই তুমি আমাকে বারম্বার পরিত্যাগ কোরেছিলে, আমার দেহ হোতে শোণিত পাত কোল্যে, এক এক বিন্দুরক্ত হোতে রক্তবীজের ন্যায় শত শত গৌর সিং উৎপন্ন হোয়ে, তোমার পাপ কার্য্যের প্রতিফল তৎক্ষণাৎ প্রদান কোর্‌ত।

ণ। দুর্ব্বৃত্ত বিদ্রোহি! তুই দোষী কিনা, তোর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কোরে দেখ্? তোর প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দোয়া হোয়েছিল সে ন্যায় কি অন্যায় তা তুই মনে মনে ভাবনা কোরে দেখ, আর তোর প্রাণদান আমি দয়া কোরে কোরেছিলাম কিনা তাও তুই বিবেচনা কোরে দেখ্?—যাই হোক্ তোর নিকট আমার

কার্য্যের পরিচয় দিয়ে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হবার আবশ্যক নাই।

গৌর। বাক্য কৌশলে আমাকে সংকল্পচ্যুত কোর্‌তে পারবে না, দুর্ভিক্ষ সময়ে সন্তান যেরূপ ন্যায় অন্যায় বিবেচনা শূন্য হোয়ে পিতার হস্ত হোতে আহার্য্য গ্রহণ কোরে আপনার জীবন রক্ষা কোরে থাকে, তদ্রূপ আমার প্রতিশোধ ক্ষুধা তোমার হৃদয়ের রক্তপান ভিন্ন নিবৃত্ত হবেনা, পরাজয় স্বীকার কর, নচেৎ এখনি আমি তোমাকে যম সদনে প্রেরণ কোর্‌ব।

গুণ। সশস্ত্র আমি কখনই পরাজয় স্বীকার কোর্‌ব না, দেহে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত থাকতে বিদ্রোহীর নিকট পরাজয় স্বীকার আমার ন্যায় অকলঙ্ক কুলোদ্ভব ব্যক্তি কদাচই করেনা।

গৌর। সেনাগণ! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

(উভয়দলে যুদ্ধ, প্রথমে রাজপক্ষে জয়লাভ পশ্চাৎ
গৌরসিং ও যবন সৈন্য পারিষদ্‌গণকে আহত
করিয়া গুণধীরকে নিরস্ত্র করণ)

কেমন এখন হোয়েছে! কই তোমার পারিষদ্‌গণ তোমাকে রক্ষা কোর্‌তে পাল্লেনা, কোথায় তোমার সৈন্যগণ কোথায় তোমার প্রহরিগণ, এখন তারা কোথায়? সৈন্যগণ সাবধানে এই বন্দিগণকে লয়ে ব্যূহমধ্যে গমন কর।

যবনসৈন্য বেষ্টিত (রাজা গুণধীর ও পারিষদ্‌গণের
প্রস্থান)

(জনেক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহাশয়। এক দল অশ্বারোহি সৈন্য, আমরা যে পথদিয়ে নগর মধ্যে প্রবেশ কোরেছিলাম, সেই পথ অবরোধ কোরেছে।

গৌর আঃ কি বিপদ্! (স্বগত) মনে কোরেছিলাম এই সুযোগে রাজভাণ্ডার হোতে বহুমূল্য রত্নাদি আত্মসাৎ কোর্‌ব, দেখচি সেটী হোলনা, (প্রকাশ্যে) তবে শীঘ্র চল, আমরা অপর কোন পথদিয়ে পলায়ন করি, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আমরা যে রত্ন লাভ কোরেছি সেইটী লোয়ে কোনমতে নগর-হোতে বহির্গত হোতে পাল্লেই একপ্রকার জয়লাভ বোলতে হবে, যখন মহারাজকে বন্দি কোরেছি, তখন অন্যান্য লোক সকলকে সহজেই বশীভূত কোর্‌তে পারব।

(গৌরসিং ও দূতের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রাজঅন্তঃপুরী)

(মহিষী ইন্দুমতী ও শশিকলা উপবিষ্টা)

(জনেক সৈনিক পুরুষের প্রবেশ)

ইন্দু। দুর্গের মঞ্চের উপর থেকে কিরূপ দেখে এলে বল ?

সৈনি। দেবি ! আমি স্পষ্ট কিছুই দেখতে পাই নাই, সেনাগণের পদ ধূলিতে দিক্ সকল অন্ধকার ময় হয়েছে, মধ্যে মধ্যে অশ্বগণের হেষারব, ভেরী নিনাদ, যোদ্ধৃগণের বিকট চীৎকার, অস্ত্র ঘর্ষণ শব্দ এবং আসন্নকাল প্রাপ্ত ব্যক্তির আর্ত্তধ্বনি তদুপরি রণ বাদ্য এই সমস্ত ভয়ানক শব্দ মাত্র শ্রবণ কোরে আপনাকে সম্বাদ দিতে আগমন কোল্যেম।

ইন্দু। তবে এখনো যুদ্ধ হোচ্যে,—হায় ! বোধ হয় মহারাজ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কোরেছেন, জীবিত থাকুলে এতক্ষণ প্রত্যাগমন কোর্তেন। হা জগদীশ্বর তোমার মনে কি এই ছিল ! তোমাকেই বা ডাকি কেন ? তুমি আমাদের এখন পরিত্যাগ কোরেছ, তা না হলে কি এরূপ বিপদ উপস্থিত হোত। এখন আমি কার স্মরণ গ্রহণ কোরি, হে মা ধরিত্রি ! তুমিবই এ হত-

ভাগিনীকে আশ্রয় দেয় আর এমন কেও নাই, তোমার কোল ভিন্ন আর যাবার স্থান দেখ্‌তে পাচ্যিনা, মা! আমার এ দুঃখ ভার বহন তুমি বই আর কে কোর্‌বে!

শশি। দেবি! আমি দুঃখভারে একপ্রকার জ্ঞানশূন্য হোয়েছি, কি বোলে কিরূপে যে আপনাকে প্রবোধ দেব, তার কিছুই স্থির কোর্‌তে পাচ্যি না, হায়! হয়তো পিতা আমার সমর ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কোরেছেন, হায়! বাবা বই আর আমার এ সংসারে কেও নাই!

ইন্দু। সখি মনোদুঃখ প্রকাশ কল্যে শুনেচি অনেক লাঘব হয়, এস আমরা দুজনে দুঃখের কথা বলাবলি করি, কিন্তু সখি! বল্‌বার ক্ষমতা বা কই, চিন্তা শোক দুঃখ নানাপ্রকার ভাব একেবারে মনোমধ্যে উদয় হোয়ে, বাক্‌শক্তি অবরোধ করেছে, হায়! কি হোলো—হা নাথ! তুমি কি সত্যই আমাকে ত্যাগ করেছ—ওরে তোরা কে আচিস্‌রে মহারাজকে রক্ষা কর—মা জগদম্বা! রক্ষা কর, রক্ষা কর!

শশি। বিচলিত হৃদয়কে শান্ত কর্‌বার কোন উপায়ই দেখ্‌চি না—আছে—একমাত্র উপায় আশা; আশা কুহকীর কুহকে পোড়ে, তার মোহিনী মায়ায় মোহীত হোয়ে লোকে শোক দুঃখ সকলি ভুলে গিয়ে থাকে।

ইন্দু। হৃদয় এখন চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হোয়েছে; অগাধ জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকা যেরূপ নিষ্প্রয়োজনীয়, আশাও আমাদের পক্ষে তেমনি, সখি! মৃত্যুই কেবল আমাদের এ দুঃখ

দূর কোর্‌তে পারেন, হে ধর্ম্মরাজ! দয়া কোরে আমাদের এ
দুঃখ হোতে উদ্ধার কর, আঃ! আর সহ্য কোর্‌তে পারি না
কাল নিদ্রায় অভিভূত হোলে শোক দুঃখ সকলি বিস্মৃ
হোতে পারব. পতি বিরহ, যুদ্ধে জয় পরাজয়, কোন ভাব
নাই আর থাক্‌বে না, হায়। আমি কি বোলচি! প্রণয় পুষ্প f
মুকুলেই শুষ্ক হবে! যে বৃক্ষের ছায়ায় আমি এত দিন সু
সম্ভোগ কোরেছিলাম, যে বৃক্ষের আড়ালে থেকে আমি কে
তাপই সহ্য কোরিনে, আজ কি সেই বৃক্ষ বিদ্রোহীদের কুঠার
ঘাতে বিনষ্ট হবে।

শশি। দেবি! ঐ দেখুন শক্রহন্তা সুধীর সিং এই দিকে আগ
কোচ্যেন্‌, অনুমান হয় উনি জয় সম্বাদ আনয়ন কোচ্যেন।

ইন্দু। সখি! আশা দিয়ে, আমার হৃদয়কে বৃথা উত্তেজি
কোর না। (সুধীর সিংএর প্রবেশ)
সেনাপতি। মহারাজের সম্বাদ কি?

সুধী। দেবি! আমি মহারাজের কুশল সম্বাদ দেবার জন্যই, আ
নার নিকট আগমন কোরেছি, মহারাজ যুদ্ধে জয় ল
কোরেছেন।

ইন্দু। মহারাজ জীবিত আছেন। তিনি কি বিদ্রোহীদের
হোতে পরিত্রাণ পেয়েছেন?

সুধী। পশুরাজ দর্শনে যে রূপ শৃগাল সকল ভয়ে পলায়ন ক
মহারাজকে দেখে তদ্রূপ বিদ্রোহিগণ ভয়ে রণে ভঙ্গ
পর্ব্বত প্রদেশে পলায়ন কোরেছে, মহারাজ আপনাকে

সংবাদ অবগত কোরে আপনার উৎকণ্ঠা [illegible]াদন করবার জন্য, আমাকে এখানে প্রেরণ কোরেছেন, এবং মহারাজ স্বয়ং জয় লব্ধ দ্রব্যাদি লোয়ে আপনার সন্তোষ বর্দ্ধনার্থে অতি শীঘ্রই আগমন কোচ্যেন।

ন্দু। সেনাপতি! আমি কি সত্যই প্রাণনাথের পুনর্ব্বার দর্শন পাব? সত্যই কি তিনি প্রত্যাগমন কোরে আমার শোকাশ্রু মোচন কোরবেন? না—না—আমার বোধ হয়, আপনি সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল কর্‌বার অভিপ্রায়ে আমায় এরূপ প্রবোধ প্রদান কোচ্যেন।

ধী। দেবি! কাম্পনিক কথা দ্বারা আপনাকে সান্ত্বনা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বৃথা আশা দিয়ে সন্তপ্ত হৃদয়কে প্রজ্বলিত করা মাত্র, আমি আপনাকে সত্য বোলচি, মহা-রাজ বিজয় ভূষণে ভূষিত হোয়ে আপনার আনন্দ বর্দ্ধনার্থে অতি শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হবেন।

। সেনাপতি! যেরূপ পীড়িত ব্যক্তি শয্যায় সমস্ত রাত্রি কষ্টে শয়ন কোরে দিবাকরের উদয় সূচক বিহঙ্গম নাদ শ্রবণে সুস্থ বোধ করে, আমিও তোমার বাক্যে তদ্রূপ আশ্বস্ত হোলেম।

া। দেবি! প্রাতঃকালিন রবি কিরণ যেরূপ তিমিররাশি ধ্বংস করে, সৌভাগ্য সূর্য্য সেইরূপ আপনার অদৃষ্টাকাশে উদয় হোয়ে সন্তাপ তিমির দূরীকৃত কল্লেন, সেনাপতি মহাশয়! অনুগ্রহ কোরে পিতার কুশল সম্বাদ বোলুন।

। আপনার পিতৃভক্তি বলে তাঁর সমস্ত মঙ্গল, আমি অনেক

যুদ্ধ দেখেছি, শত শত যোদ্ধৃগণের বিক্রম অবলোক
কোরেছি, কিন্তু তোমার পিতা উপস্থিত রণে যেরূপ র
কৌশল, রণ পাণ্ডিত্য, অপার বিক্রম প্রকাশ কোরেছে
আমি এরূপ কখনই দৃষ্টি করি নাই।

শশি। বহুদিন পরে ক্ষেত্রে বারি বরর্ষণ হোলে; যেরূপ ক্ষে
স্নিগ্ধ হয়, আমারো হৃদয় তদ্রূপ আপনার কথা শুনে শীত
হোল। (নেপথ্যে জয়বাদ্য)

সুধী। জয়বাদ্য হোচ্চে, বোধ হয় মহারাজ আগমন কোচ্চেন।

ইন্দু। এস আমরা অগ্রগামী হোয়ে, বিজয়ী মহারাজকে অভ্য
করি, এই যে মহারাজ এই দিকেই আসচেন।

(গুণধীর রায়ের প্রবেশ)

গুণ। মহিষি! হৃদয়েশ্বরি! প্রিয়ে! এস তোমায় আলিঙ্গন ক
সমর শ্রম নিবারণ করি, আহা! আমার নিমিত্ত ভা
তোমার মুখ ম্লান হোয়েছে। (আলিঙ্গন)

ইন্দু। মহারাজ! আপনার দর্শনে আমার মৃত দেহে
সঞ্চার হোল, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, ত
রণে জয় লাভ কোরে প্রত্যাগমন কোরেছেন, নাথ!
মধ্যে আনন্দ উৎসব কোর্‌তে আজ্ঞা দিন, কবিগণ অ
যশগানে দিক সকল পূর্ণ করুন, দীন দরিদ্রগণকে ধ
কোর্‌তে কোষাধ্যক্ষকে অনুমতি করুন।

গুণ। প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তুমি আপনিই
কর, রণে জয় লাভ অপেক্ষা তুমি যে আনন্দিত হোচ

আমার বিশেষ লাভ।

সু। বিধাতঃ! আপনার অনুগ্রহে আজ আমার সকল আশা পূর্ণ হোল, নাথ! কেবল বিধাতার কৃপায়, বিদ্রোহি সৈন্য গণের হস্ত হোতে অক্ষত দেহে পুনরাগমন কোরেছেন।

।। প্রিয়ে! সত্য বোলেছ, বিধাতার কৃপাবলেই আজ আমি শত্রু হস্ত হোতে পরিত্রাণ পেয়েছি, যখন পাপিষ্ঠ গৌরসিং আমাকে বন্দি কোরে লোয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় সুধীর সিং যদি দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হোয়ে আমাকে শত্রু হস্ত হোতে উদ্ধার না কোর্‌তেন, তা হোলে আজ আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটনা হোত তা কে বোল্‌তে পারে। অদ্যকার রণে জয় লাভ সুধীর সিং দ্বারা সম্পন্ন হোয়েছে।

। বলেন কি? আপনি বন্দি হোয়েছিলেন, কি সর্ব্বনাশ! সুধীর! তোমার গুণের ধার আমি কখনই পরিশোধ কোর্‌তে পার্‌ব না।

। সেনাপতি! তোমার যশ সৌরভ অতি অল্প কাল মধ্যে দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হবে, এক্ষণে শত্রুগণ সন্ধির বাসনায় আমার নিকট দূত প্রেরণ কোরেছে, কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, দূত মুখে শত্রুর বক্তব্য শ্রবণ কোরে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করা হবে, চল প্রিয়ে এক্ষণে বিশ্রামাগারে গমন করি, সুধীর! পৃহিবী যেরূপ প্রণালীতে জয় উৎসব সম্পাদন কোর্‌তে ইচ্ছা কোরেছেন, সভায় গমন কোরে সেইরূপ কার্য্য কোর্‌তে অনুমতি কর গিয়ে। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(উপবেশনাগার)

(সুধীর সিং এবং শশিকলা উপবিষ্টা)

শশি। আপনার ন্যায় ভাগ্যবান্ লোক প্রায় দেখতে পাওয় যায় না, মহারাজকে বিদ্রোহি গৌর সিংএর হস্ত হোতে উদ্ধার কোরে, খ্যাতি প্রতিপত্তি, যশ, মর্য্যাদা এক কালে সকলি লাভ কোরেছেন।

সুধী। সৌভাগ্য যদিও কৃপা কোরে খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত দিয়েছেন, কিন্তু হৃদয় দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভ জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, মনুষ্য কাঙ্ক্ষিত সুদুর্লভ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ কোরেও সন্তুষ্ট নয়।

শশি। মহাশয়! যে বস্তু পাবার নয়, তার জন্য আশা করলে যে, যন্ত্রণাভোগ কর্‌তে হয়, তা আমি বেস জানি।

সুধী। হা বিধাতঃ! তুমি কি এই মোহিনীমূর্ত্তি আমার মনো হরণ কর্‌বার জন্য সৃষ্ট কোরেছ, দুরাশা পিপাসা আমায় অহরহ যন্ত্রণা প্রদান কোচ্চে, সুন্দরি! যশোমন্ত রায় এম কি গুণে আপনার মন আকৃষ্ট কোরেছে, যে আমার বাসনা পূর্ণ কোর্‌তে পাচ্চে না।

শশি। মহাশয়! আপনার উচ্চগুণ সমূহের সহিত যশোমন্ত রায়ের সাধারণ গুণের তুলনা হয় না, যশোমন্ত অপেক্ষা আপনি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু স্ত্রীজাতির মন স্বাভাবিক আত্মবশ নয়, একবার অনুরক্ত হোলে সহজে তাকে ফেরান যায় না, যশোমন্ত রায় কুকার্য্যে মনোনিবেশ কোরে জন-সমাজে ঘৃণার ভাজন হোয়েছেন, এবং আপনিও তাঁকে বাহুবলে বারম্বার পরাজিত কোরেছেন, তবুও আমার মন সময়ে সময়ে, তাঁর জন্য দুঃখ বোধ কোরে থাকে, মহাশয়! আমার ন্যায় নারীর মন আপনার উদার মনোরঞ্জনের যোগ্য নয়।

সুধী। জগদীশ্বর আমার মনের ভাব অবগত আছেন, আপনার অসম্মতিতে আমি কখনই এ পরিণয়ে সম্মত হব না, অতি কঠিন প্রস্তরও সর্ব্বদা ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হোয়ে থাকে, লৌহও তাপে কঠিনতা ত্যাগ কোরে থাকে, হায়! আপনার মন কি আমার অনুরাগ প্রভাবে আকৃষ্ট হবেনা, অনুনয় বিনয়ে কি আপনার সম্মতি লাভ কোর্‌তে পারব না।

শশি। এই যে পিতা এই দিকেই আস্‌চ্যেন।

(জয়প্রতাপ রায়ের প্রবেশ)

(শশিকলার পিতৃচরণে প্রণাম)

জয়। এস মা এস, ক্রোড়ে এস, মা তোমার পিতৃভক্তি বলেই আজ আমি শত্রুসৈন্য হস্ত হোতে রক্ষা পেয়েছি, (শশি-কলার হস্তধারণ করিয়া সুধীরকে সম্বোধন পূর্ব্বক) সুধীর!

এস তোমায় আলিঙ্গন কোরি, আজ তুমি আমাকে শত্রু
হস্ত হোতে রক্ষা কোরে প্রকৃত সন্তানের ন্যায় কার্য্য কোরেছ
এতদিনে আমি পুত্রবান্ হোলেম, (অপর হস্তে সুধীরে
হস্তধারণ করিয়া) বৎস! মহারাজ এবং রাজমহিষী তোমা
প্রতি অত্যন্ত প্রসন্না হোয়েছেন, শশিকলার সহিত তোমা
বিবাহ দেবার জন্য আমাকে সমস্ত আয়োজন কোর্তে
অনুমতি দিলেন, এই বিবাহ উপলক্ষে মহারাজ একটী মহা
সমারোহে উৎসব কোর্বেন, আমাকে বিবাহের দি
নির্দ্দিষ্ট কোরে রাজগণকে আমন্ত্রণ কোর্তে এবং দিগ্দেশ
বাসিগুণি-সমূহকে, সংগীত শাস্ত্রবেত্তা, নর্ত্তক নর্ত্তকী, ঐন্দ্র
জালিক এবং মল্লগণকে সমবেত কোর্তে আদেশ কোল্যে
আর কোষাধ্যক্ষকে এই উৎসব জন্য যে সমস্ত ব্যয় হবে ত
রাজভাণ্ডার হোতে দিতে আজ্ঞা কোল্যেন। বৎস! তুমি
একবার রাজসভায় গমন কর, কতিপয় বিদ্রোহি সৈনি
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ মানসে অপেক্ষা কোচ্যে, মহারা
তোমাকে সভাস্থলে উপস্থিত থাকতে অনুমতি কোরে
ছেন।

সুধী। যে আজ্ঞা, আমি এখনি চল্যেম। (প্রস্থান)

জয়। শশিকলা! এই যুবা আজ আমার বারম্বার প্রাণরক্ষা কো
ছেন, আমি বিদ্রোহি শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হোয়ে, স
ক্ষেত্রে নিরস্ত্র একাকী বন্দিভাবে অবস্থান কোচ্ছিলাম, এ
সময় সুধীর সিং আপনার প্রাণআশা ত্যাগ কোরে, আ

সাহায্যে আগমন করেন এবং শত্রু হস্ত হোতে মুক্ত করেন, তারপর যখন আমি সুধীর সিংএর সঙ্গে নগরাভিমুখে আগমন কোরি, পথিমধ্যে পাপিষ্ঠ যশোমন্ত রাগান্ধ হোয়ে আমাকে বিনাশ কর্‌বার মানসে, সহসা আমার সম্মুখে উপস্থিত হোয়ে অসি উত্তোলন করে. যদি ধীর সুধীর সেই শত্রু অস্ত্র অর্দ্ধ পথে আপন অসির দ্বারা নিবারণ না কোর্‌তেন, তা হোলে আমি সেই আঘাতেই নিশ্চয় প্রাণ-ত্যাগ কোর্‌তেম, ধন্য সুধীর সিং! তোমার বিক্রমের আমি শত শত বার প্রশংসা কোর্চ্যি, কেবল যে তিনি শত্রুর উদ্যত অস্ত্র নিবারণ করেন তা নয়, তিনি অল্পকাল মধ্যেই বৈরিকে নিরস্ত্র কোরে সমরশায়ী কোরেছেন।

শশি। পিতা পিতা—সর্ব্বনাশ হোয়েছে—হায় হায়! যশোমন্ত রায় কি প্রাণত্যাগ কোরেছেন?

রায়। একি! কিজন্য তুমি বিলাপ কোচ্য? শশিকলা! তুমি যে অকলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ কোরেছ, অসঙ্গত প্রণয়পাশে বদ্ধ হোয়ে সেই কুলে কালী দিওনা, সুধীর কেবল তোমার প্রণয়লালসায় আপনার জীবন আশা পরিত্যাগ কোরে আমাকে শত্রু হস্ত হোতে রক্ষা কোরেছেন।

শশি। সুধীরের সদ্‌গুণে আমরা চিরবাধিত হোয়েছি, তিনি যে উপকার কোরেছেন, তাঁর শোধ আমরা কখনই দিতে পারব না।

। তোমার অনভিমতে আমি কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হব না,

কিন্তু সাবধান মহারাজ এবং মহিষীর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক্লে
আমার মনে কষ্ট দিওনা, সুধীর সিং তোমার পাণিগ্রহ
উপযুক্ত পাত্র। তাঁর ন্যায় দয়ার্দ্র-হৃদয় প্রায় দেখা যায় ;
তিনি দয়া কোরে যশোমন্তের জীবন দান করেছেন। ..

শশি। বাবা! সুধীর সিং যে উপযুক্ত পাত্র তা আমি বেস জ
কিন্তু স্ত্রীজাতির মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রণয় পদার্থটীও স্বা
বিক চঞ্চল, পাছে উভয় চঞ্চল একত্র মিলিত হোয়ে, সু
আশে গরল উৎপত্তি করে, সেই আশঙ্কায় আমি স
হোচ্চি না।

জয়। মা! এখন তুমি বিশ্রামাগারে গমন করে মনকে স্থির কোর
যত্ন কর, এক দিকে যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং অচল অনু
অন্য দিকে অপযশ দুর্নাম এবং কপট প্রণয়, এই দুএর ম
যে দিকটী ভাল বোধ হবে, সেই দিকে সেই পথে পদা
করাই কর্ত্তব্য,মা! তুমি বুদ্ধিমতী, তোমায় অধিক বলা বাহু
আমি এখন রাজসভায় চল্যেম অনেক বিলম্ব হোয়েছে, ে
করি মহারাজ আমার অপেক্ষা কোচ্যেন।

(উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রাজসভার সন্নিকটস্থ অপেক্ষাগার)

(দিগ্বিজয় রায় ও গৌর সিং উপবিষ্ট)

ধ্বি। দৈব আমাদের প্রতি প্রতিকূল হোয়ে যতদূর দুর্দ্দশাগ্রস্ত কোর্‌তে হয়, তা তিনি কোরেছেন, এক্ষণে অদৃষ্টে যে কি আছে কিছুই বোল্‌তে পারি না।

ৌর। আমরা যে পথের পথিক হয়েছি, সে পথে নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটনার সম্ভাবনা আছে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হোয়ে উপদ্রব সকল সহ্য কোর্‌তে হবে, বিধাতার প্রতি বৃথা দোষারোপ করা নিষ্ফল।

গ্বি। উপস্থিত রাজ সম্ভাষণে আমাদের ভাবি সম্পদের আশা ভরসা সকলি নির্ভর কোচ্চে, যাতে কৌশলে কৃতকার্য্য হোতে পারি, তারি বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য, সিংহাসনাগ্রে অনুতাপের সহিত ক্রীতদাসের ন্যায় কৃপা প্রার্থনা কোর্‌লে অথবা গর্ব্বিত বচনে নির্ব্বাণোন্মুখ কোপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত কোর্‌লেও অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, মর্য্যাদার সহিত দোষ স্বীকার

কোরে কার্য্য সিদ্ধির উপায় কোর্‌তে হবে।

গৌর। শুনলেম নাগরিক সৈন্যেরা আনন্দে উন্মত্ত হোয়ে জয়সূচ
নৃত্যগীতাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হোয়েছে——

দিগ্বি। ঈশ্বরেচ্ছায় যখন নাগরিকেরা আনন্দে উন্মত্ত হোয়ে নিদ্রা
অভিভূত থাকবে, সেই সময় পর্ব্বত প্রদেশ হোতে যব
সৈন্য সংগ্রহ কোরে যদি নগর মধ্যে প্রবেশ কোর্‌তে পারি
তা হোলে আমাদের স্বপক্ষ প্রজাগণের সাহায্যে অনায়াসে
নগর গ্রহণে সমর্থ হব।

গৌর। এইবার যদি কৃতকার্য্য হোতে না পারি, শত্রু শোণিতে
এই অসিকে রঞ্জিত কোর্‌তে না পরি, তবে প্রতিজ্ঞা কোচি
আর আমি অসি ধারণ কোরব না, বৈরি হিংসা পিপাসা
পীড়িত নিষ্প্রয়োজনীয় দেহ ধারণে আবশ্যক কি।

দিগ্বি। গৌরসিংহ! আমার হৃদয় পুনর্ব্বার আশা রথে আরূ
হোয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব কোচ্চে, হিতৈষী গৌ
তোমার এত যত্নে যেন আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হোয়েছি, এক্ষণে
মনোযোগের সহিত মন্ত্রণা কর, যাতে এবারকার উদ্য
নিষ্ফল না হয়। তোমার মন্ত্রণা বলে এবং যশোমন্তের বিক্রমে
অবশ্যই কৃতকার্য্য হোতে পারব, কিন্তু যশোমন্তের মন অ
পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ নাই।

গৌর। সে জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না, তাঁর মন আমার
হাতের মধ্যে, আমি তাঁকে যা বোলব, যে পথে লোয়ে যা
তিনি তাই শুনবেন, সেই পথেই যাবেন এবং সেইরূপ কার্য

কোর্‌বেন। (সচকিত) মহাশয় নিরস্ত হোন, বোধ হয় এখানে কেও আসচে।

(সুধীর সিংএর প্রবেশ)

(স্বগত) বজ্রপানি কি বজ্র শূন্য হোয়েছেন; এখন কেন তোর মুণ্ডে বজ্রপাত কোরে তোকে নিপাত করেন নাই ?

সুধী। মহারাজের অনুমতি ক্রমে তোমাদের সঙ্গে কোরে, রাজ-সভায় লোয়ে যেতে আগমন কোরেছি।

দিগ্বি। ভাল, চল আমরা প্রস্তুত আছি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

(রাজসভা)

(পারিষদ্গণ-পরিবেষ্টিত মহারাজ গুণধীর রায়)

(সিংহাসনোপবিষ্ট)

(দিগ্বিজয় রায় এবং গৌর সিং সুধীর সিংএর সমভিব্যাহারে প্রবে

গুণ। তোমাদের এরূপ অবস্থা দেখে আমার অত্যন্ত দুঃখ বে
হোচ্যে। দিগ্বিজয়! তোমার সহিত সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন কে
তোমার অসাধারণ মন্ত্রণা বলে নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য সম
করবার অভিলাষ কোরেছিলাম, কিন্তু তুমি কুসংসর্গে থে
কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত কোরে তোমার ন্যায় উচ্চ পদাভি
ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্য কর নাই। রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ ব
প্রজ্বলিত করে কি ভাল কার্য্য করেছ?

দিগ্বি। মহারাজ! গত বিষয়ের আর আন্দোলনের আবশ
নাই, সম্প্রতি যাতে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ হয়, সেই মান
আপনার সহিত সাক্ষাৎ কোর্‌তে আগমন কোরেছি।

গুণ। তুমিই তো এই সকল অনিষ্ট পাতের কারণ, তুমিই

সর্ব্বাগ্রে আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কোরে, প্রজাগণের মনক্ষেত্রে অসন্তোষ বীজ বপন কর।

দিগ্বি। মহারাজ! দিগ্বিজয় রায়ের অসি মাতৃভূমির দুর্দ্দশা মোচন উদ্দেশেই কোষ হোতে নিষ্কাশিত হোয়েছিল।

গুণ। পাপিষ্ঠ বিদ্রোহি! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার সম্মুখে আমার শাসন প্রণালীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিস, নরাধম! দুষ্কার্য্যের ক্ষমা প্রার্থনা কি এইরূপে কোরে থাকে?

দিগ্বি। যদিও আমরা পরাজিত হোয়েছি, কিন্তু তোষামোদকারীর ন্যায় আপনার চরণতলে পতিত হোয়ে চাটুবাক্য প্রয়োগ কোর্‌তে প্রাণ থাকতে পারব না, এখনো দশ সহস্র যবন সৈন্য বিক্রম প্রকাশ মানসে নগর প্রান্তরে অপেক্ষা কোচ্চে।

গু। (ক্রোধে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া) তুই যা, গিয়ে শীঘ্র যবন সৈন্য সঙ্গে লোয়ে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে আগমন কর গিয়ে, আমি এই দণ্ড স্পর্শ কোরে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, আজ সমরক্ষেত্র যবন শোণিতে প্লাবিত কোর্‌ব। বিদ্রোহকলঙ্কে কলুষিত ব্যক্তি মাত্রেরি জীবন নাশ কোরে, রাজ্যের কণ্টক দূর কোর্‌ব। কেন, তুই যাচ্চিসনে কেন, কি জন্য অপেক্ষা কোচ্চিস? প্রহরিগণ! এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে আমার সম্মুখ থেকে লোয়ে যাও।

দ্বি। মহারাজ! আমার অপরাধ হোয়েছে, আমায় ক্ষমা করুন, আপনাকে ক্রুদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নয়, আপনার

শাসন প্রণালীর প্রতি আমি দোষারোপ কোচ্চি না, দুষ্ট মন্ত্রীর কুমন্ত্রণা গ্রহণের প্রতিই আমি আক্ষেপ প্রকাশ কোচ্চি আপনার দেহ অথবা আপনার রাজ্য রক্ষার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে প্রস্তুত আছি।

গুণ। দোষ ক্ষালন জন্য অযথা বাক্য বিন্যাস কোচ্চ, তোমার মনের ভাব সেরূপ নয়, যদি রাজ্যের মঙ্গল সাধন তোমার অভিপ্রায় হোত, তা হলে তুমি অকুতোভয়ে আমার অগ্রে তোমার অসন্তোষের কারণ সকল ব্যক্ত কোরতে, এখনকার কালে রাজপুরুষেরা যথেচ্ছারূপে রাজ্য শাসনে শক্ত হন না, আমি তোমাকে অনুমতি কোচ্চি, তুমি আমার শাসনগত যদি কোন দোষ দর্শন কোরে থাক, তবে সেই সমস্ত এই সভাস্থলে নির্ভয়ে প্রকাশ কর।

দিগ্বি। নরনাথ! আপনার নিকট আমরা স্বীয় দোষ স্বীকার কোরে, ক্ষমাপ্রার্থনা জন্য আগমন কোরেছি, আপনার শাসন গত দোষ বর্ণন বাসনায় আসি নাই।

গুণ। জগৎপতি, তিনি অন্তর্যামীন, তাঁর নিকট কিছুই অবিদিত নাই, আমার মানসিক ভাব এবং বাহ্যিক কার্য্য সমস্তই তিনি অবগত আছেন. আমি প্রাণপণে প্রজারঞ্জনের চেষ্টা কোরে থাকি, প্রজাগণকে পীড়ন হোতে মুক্ত কর্‌বার জন্য অহরহ যত্ন কোরি, হায়! তার কি এই প্রতিফল। সে যা হোক এখন তোমার বক্তব্য কি তাই বল।

দিগ্বি। নরপতি! আমরা সন্ধির প্রার্থনা করি।

গুণ। যদি আমি অনুগ্রহ কোরে তোমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করি, পুনর্ব্বার যে তোমরা রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত কোর্বে না তার প্রত্যয় কি।

দিগ্বি। বিশ্বাস জন্য আমার পুত্র যশোমন্ত রায়কে আপনার নিকটে রক্ষা কোর্তে প্রস্তুত আছি।

গুণ। এবং তোমাদের সকলকেই কল্য প্রাতে অস্ত্রার্পণ কোরে নিরস্ত্র হোতে হবে।

দিগ্বি। মহারাজ! আমরা সকলেই নিরস্ত্র হোতে স্বীকৃত আছি।

গুণ। দিগ্বিজয়! তুমি আমার পর নও, আমরা উভয়ে ভ্রাতৃত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই সম্বন্ধ পাশ সামান্য রাজ্যলোভে ছেদন করা অবৈধ, ভাই! আমি তোমার পূর্ব্ব দোষ সকল মার্জ্জনা কোরলেম, এখন জীবনের অবশিষ্ট কাল, যাতে সৌহার্দ্দ্যে অতিবাহিত হয় তাই করো, কিন্তু যদি পুনর্ব্বার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হও, বিদ্রোহিপক্ষ অবলম্বন কর, তা হোলে এই সভাস্থ সকলের সম্মুখে শপথ কোরে বোল্চি, আমি সমুচিত শাস্তি প্রদানে পরাঙ্মুখ হবনা ভ্রাতৃ স্নেহ অথবা তোমার অনুনয় বা অনুতাপ কিছুতেই আমার কোপবেগ নিবারণ কোর্তে পারবে না, আমার কোপভয়ে এই ভূমণ্ডলে কেহই তোমায় আশ্রয় দিতে শক্ত হবে না। এখন আর সে কথায় প্রয়োজন নাই, ভাবি অনিষ্টপাতের আশঙ্কায় যশোমন্তকে নিকটে রক্ষা কোর্তে সম্মত হোলেম।

দুর। যে রাজা বিবেচনা পূর্ব্বক বিধি বিহিত সন্ধি সংস্থাপ-

নাদি কার্য্য করেন, তিনি কদাপি রাজ্যভ্রষ্ট হন না।

গুণ। দিগ্বিজয়! আমি বৃদ্ধ হয়েছি আর আমি কতকাল জীবি
থাকব, বিশেষ আমার সন্তান সন্ততি কিছুই নাই, আম
অবিদ্যমানে এরাজ্য তোমারি হবে, রাজদ্রোহী হোয়ে আপ
নার অমঙ্গল আপনি আহ্বান কোর না, রাজ্যলাভ পা
কণ্টক বিস্তার কোর না, সায়ংকাল উপস্থিত, তোমারা মন্ত্রী
সহিত বিশ্রামাগারে গমন কর, আমিও অন্তঃপুরে গম
করি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য

(রাজপুরী মধ্যস্থ বিশ্রামাগার)

(যশোমন্তরায় উপবিষ্ট)

শো। আঃ ! নির্জ্জনস্থান কি ভয়ানক, এই গৃহমধ্যে আমি একক, দ্বিতীয়ব্যক্তি নাই যে কথোপকথন করি, এই সাবকাশে মনোমধ্যে লজ্জা নিন্দা ঈর্ষা প্রভৃতি নানাবিধ ভাবের উদয় হোয়ে আমায় পীড়ন কোচ্যে, অনুতাপ—উঃ তুই কি ভয়ানক শত্রু, অন্য শত্রু হস্তথেকে পলায়ন কোর্‌লে, শত্রুহোতে অন্তরে থাকলে, ভয়ের চিন্তার লাঘব হয়, কিন্তু তুই এমনি ভয়ানক শত্রু, তো হোতে অন্তর হবার উপায় নাই, তুই অন্তর মধ্যে অবস্থান কোরে অন্তরকে অহরহ দাহন করিস, আঃ ! হৃদয় জ্বলে গ্যাল ! জল দে, জল দে—হায় ! এ আগুন কি পরিমিত জলে নির্ব্বাণ হোতে পারে ? না—নদী মধ্যে হ্রদ-মধ্যে সাগরে সমুদ্রে নিমগ্ন হোলে কি নির্ব্বান হবে ? না তাও হবে না, এ সঙ্গের সাতি দুষ্কার্য্যের পরিপক্ক ফল, হায় ! আমার ন্যায় হতভাগ্য বোধ করি এ পৃথিবীতে আর নাই। আমি

দুর্ব্বাসনা পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ হোতে পতিত হোয়ে এখ
নৈরাশ নরকে নিমগ্ন হোয়েছি, নারকী ঈর্ষা অহির দংশ
দেহ জর্জ্জর এবং প্রতিশোধ অগ্নিতাপে মন উন্মত্ত—যা
আর ভাববনা, দুশ্চিন্তা! দূর হ—মহারাজ যদি আমাদের এ
পুরী মধ্যে ইচ্ছামত গমনাগমন কোর্‌তে দেন্‌, তাহোলে শীঘ্র
এ সমস্ত দুঃখের অবসান হবে———

(গৌরসিংএর প্রবেশ)

এস এস, তবে গৌরসিং সম্বাদ কি?

গৌর। আপনি একলা বোসে কি কোচ্যেন? আপনার পূজনী
পিতা, আপনাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখে কারণ জিজ্ঞাসা জ
আমাকে আদেশ কোরেছেন। আপনি কারাগার হোতে
মুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই নির্জ্জনে একক থাকেন, অস্থি
উদ্বিগ্নমনা, কারণ কি?

যশো। হায়! সেই কারাগার হোতে মুক্তই আমার এ দুর্দ্দশা
কারণ, যেরূপে আমি স্বাধীনতা লাভ কোরেছি, সেইটী ম
হোলে হৃদয় বিসাদ সাগরে মগ্ন হয়।

গৌর। আপনি সে বিষয় আর মনে আন্দোলন কোরবেন ন
যারা দুরাশার পথের পথিক হয়, তারা আপনার ন্যায় সম
সময়ে লোক নিন্দার ও লজ্জার ভাজন হোয়ে থাকে! কি
সময় সহকারে তাঁদের হৃদয় সামান্য লোকাপবাদে বা লজ্জ
ভয়ে ব্যথিত হয় না, তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোয়ে অভীষ্ট সাধ
যত্ন কোরে থাকে।

শো। আমি অভীষ্ট সাধনে পরাঙমুখ নই, আমি অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সমুদ্রমধ্যে, অগ্নি মধ্যে প্রবেশ কোর্‌তেও প্রস্তুত আছি, গৌরসিং! বিধাতা আমাদের প্রতি প্রতিকূল, এখন কি উপায়ে যে কৃতকার্য্য হোতে পারব, তারি চিন্তায় মন ব্যাকুল, যদি নারকি লোকের আশ্রয় গ্রহণ কোর্‌লে প্রতিশোধ পিপাসা নিবারণ হয়, আমি তাও কোর্‌তে সম্মত ও প্রস্তুত আছি।

গৌর। এই রত্নগর্ভা ধরণির সমস্ত হিরণ্যলাভে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তদপেক্ষা প্রত্যপকারে অধিক আনন্দ বোধ কোরে থাকি, যে ব্যক্তি আমার সৌভাগ্যের পথে কণ্টক বিস্তার কোরেছে, যে ব্যক্তি আমার প্রতিপত্তি লাভে প্রতিবন্ধক দিয়েছে যে ব্যক্তি কৌশলে আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব অপহরণ কোরেছে, তার হৃদয়মধ্যে শানিতঅসি প্রবিষ্ট কোরে শোণিত দর্শন কোর্‌তে না পারলে জীবন ধারণই বৃথা।

শো। তুমি আমার মনোগত ভাব ব্যক্ত কোরেছ, গৌরসিং! আমি তোমায় সত্য বোল্‌ছি, শত্রুগণ অদ্য জয় লাভ কোরেছে বোলে আমি দুঃখিত নই. আমরা পরাভূত হোয়েছি তজ্জন্যও দুঃখিত নই, জয়লক্ষ্মী স্বাভাবিক চঞ্চলা আজ শত্রু পক্ষ অবলম্বন কোরেছেন, কাল আবার আমাদের পক্ষ অবলম্বন কোর্‌তে পারেন, কিন্তু যে আমার হৃদয়েশ্বরীর মন বিচলিত কোরেছে, যে আমার মুকুলিত যশ পুষ্পকে ছিন্ন কোরেছে যে আমাকে অপবাদ হ্রদে নিমগ্ন কোরেছে, তাকে যে এখনও

আমি সমুচিত শাস্তি দান কোর্‌তে পাচ্চিনা, সেই দুঃখে
আমার হৃদয় সর্ব্বদা ব্যথিত। হায়! কবে আমি তাকে শ
সদনে প্রেরণ কোর্‌তে পারব।

গৌর। তার আসন্নকাল সন্নিকট হোয়েছে, তিনি শীঘ্রই কালে
করাল কবলে পতিত হবেন।

যশো। আমার ভাগ্যে কি এমন শুভ দিনের উদয় হবে? ইচ্ছা
তার দেহকে শতধা খণ্ড বিখণ্ড কোরে শৃগাল কুক্কুরের ক্ষু
নিবারণ করি।

গৌর। কেবল তাঁর পতনে প্রতিশোধ পিপাসা সম্পূর্ণরূপে
নিবারণ হবেনা, শাখা পল্লব ছেদনে বৃক্ষ বিনষ্ট হয় না।

যশো। তবে তোমার অভিলাষ কি?

গৌর। যদি আশার প্রসার করবার ইচ্ছাথাকে, যদি প্রকৃ
স্বাধিনতা লাভে ইচ্ছা থাকে, যদি তোমার হৃদয়েশ্বরী
প্রণয় লাভে অভিপ্রায় থাকে, তবে পাপবৃক্ষ সুধীর রায়
তার শাখা পল্লব পারিষদ্‌ ও অমাত্যগণের সহিত সংহা
তৎপর হও।

যশো। আমার নারকি মনের মতন কথা বোলেছ, সকলকেই-
এককালে সকলকেই বিনাশ করা কর্ত্তব্য। হায়! আমি
দুস্তার নর হত্যা পাপে দেহকে কলুষিত কোর্‌ব?—নানা
মহারাজ বিশেষ তিনি পিতৃব্য, এবং মন্ত্রী তাঁরাআমার এ
কি অপকার কোরেছেন যে আমি তাঁদের শোণিত পা
প্রবৃত্ত হব! না——আমার শত্রু সুধীর সিং, তার শোণি

দর্শনেই আমার প্রতিশোধ পিপাসা নিবৃত্তি হবে।

ীর। ভাল, আপনি তবে সুধীর সিংএর বিনাশেই প্রবৃত্ত হোন কিন্তু শীঘ্র, বিলম্ব কোরলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, আমি আপনার নিকট আসবার সময় দূর হোতে দেখে এলাম কুমারী শশিকলা সুধীর সিংএর সঙ্গে কথোপকথন কোচ্চেন কুমারীকে লজ্জাভরে নম্রমুখী দেখে, তাঁর কুঞ্চিত প্রণয় মাখা দৃষ্টি অবলোকনে, তিনি যে সুধীরের প্রণয় সম্ভাষণে সুখানুভব কোচ্চ্যেন, সেটী আমার স্পষ্ট বোধ হোয়েছে, যদি অভিলষিত দ্রব্য লাভে অভিপ্রায় থাকে, তবে সুধীরের প্রণয় আশা পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই তাঁকে বিনাশ করুন।

শো। আঃ। কি আশ্চর্য্য, এতাদৃশ অপ্রিয় কথা শুনেও আমি এখনো স্থির হোয়ে রয়েছি, আমার এমনি ইচ্ছা হোচ্যে এখনি তোর জিহ্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেদি, পৃথিবি! তুমি কেন এখনো রসাতল গামিনী হও নাই, অপ্রিয়বাদীর ভার বহন কি তোমার অসহ্য বোধ হয় না, আর বৃথা কথায় প্রয়োজন নাই, সে কখনই কৃতকার্য্য হোতে পারবে না—গৌর সিং এ সম্বাদটী তোমার স্বকপোল কল্পিত?

ীর। মহাশয়! শাস্ত্রে সত্য অথচ অপ্রিয় কথা হোলে, বোল্‌তে নিষেধ আছে, আমি সেই শাসন অবহেলা কোরে সত্য সম্বাদ দিয়ে উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছি, আপনাকে সত্য বোলচি, মন্ত্রী মহাশয় সুধীরের সঙ্গে কুমারী শশিকলার সম্বন্ধ পত্র লিপিবদ্ধ কোরেছেন, এবং কুমারীও এ বিবাহে সম্মতি দিয়ে-

ছেন, ঐ দেখুন প্রফুল্লবদনা কুমারী হাসতে হাসতে বোধ ক
এইদিকেই আসচেন।

যশো। গৌর সিং। তুমি শীঘ্র এখান থেকে গমন কর, দেখ ঈ
দ্বেষ ক্রোধ সমস্ত রিপুই এককালে প্রবল বেগ ধারণ কো
হৃদয় মধ্যে নৃত্য কোচ্যে——

গৌর। আপনার আর এখানে অপেক্ষা কোরে আবশ্যক নাই
কি জানি যদি রাগে অন্ধ হোয়ে সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যাঘা
জন্মান।

যশো। তুমি শীঘ্র যাও আর বিলম্ব কোরনা, তোমার পশ্চাৎ পশ্চা
আমি গমন কোচ্যি। (গৌর সিংএর প্রস্থান)

(শশিকলার প্রবেশ।

সুন্দরি! দৈব আমার প্রতি অনুকূল হোয়ে তোমার সহি
সাক্ষাৎ লাভ সম্পাদন কোরেছেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক
জনশ্রুতি তুমি সুধীরের সঙ্গে বিবাহে সম্মত হোয়েছ, এ
কি সত্য।

শশি আপনার একথার উত্তর দেবার আমার আবশ্যক নাই,
কি? আপনার চক্ষু রক্তবর্ণ! বোধ হোচ্যে আপনি আম
উপর রাগত হোয়েছেন,—আপনার এরূপ রাগ প্রক
অযোগ্য, হায়! আপনি যে দিন ধর্ম্ম পক্ষ পরিত্যাগ কো
ছেন সেই দিন থেকেই আমার প্রণয় লাভে বঞ্চিত হোয়েছে

যশো। মায়াবিনি! আমি তোমার নিকট ধর্ম্ম উপদেশ জিজ্ঞ
নয়, আমি যা জিজ্ঞাসা কোচ্যি তার উত্তর দাও কুমারি

আমি এমন কি দুষ্কার্য্য কোরেছি যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কোর্তে উদ্যত হোয়েছ।

শ। মহাশয়! এই কি আপনার প্রণয়ের পরিচয়? অবলা রমণীকে একাকী নির্জ্জনে পেয়ে আপনি দুর্ব্বাক্য বোলচেন, ছিছি, আপনার হৃদয়ে কি লজ্জার লেশমাত্র নাই, আপনি আবার জিজ্ঞাসা কোচ্যেন কি দুষ্কার্য্য কোরেছেন? আপনি এত অপকার্য্য কোরেছেন যে তার পরিমাণ করা যায় না, আপনি বিদ্রোহী, আপনি মহারাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কোরেছেন।—হায়! আপনার ন্যায় অকৃতজ্ঞ কি আর জগতে আছে? আপনি আমার পিতার প্রাণ বিনাশ কোর্তে উদ্যত হোয়েছিলেন। মহাশয়! রাজদ্রোহী বিশেষ পিতার বৈরির সহিত কোন কুল রমণী পরিনয় পাশে বদ্ধ হোতে ইচ্ছা কোরে থাকে?

শা। পাপিয়সি! আমি তোমার তিরস্কারে ভিত নই, তোমার পিতা পূর্ব্বে আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে স্বীকার কোরেছিলেন, তুমি বাক্‌দত্তা—কার সাধ্য আমার হাত হোতে তোমায় গ্রহণ করে, সম্মতির সহিত না হয়, আমি বল পূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ কোরব। তুমি অমত হও এই অসির দ্বারা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরব——

শ। অনুনয় বিনয় কোরে যে প্রণয় লাভ কোর্তে পারেন নাই সেই প্রণয় কি আপনি বলে লাভ কোর্তে ইচ্ছা কোরেছেন? মহাশয়! ক্ষত্রিয়কুল কামিনীরা অসি দেখে ভয় পায় না

আমি প্রস্তুতা আছি এখনি আমার মস্তকচ্ছেদন করুন।

যশো। রাক্ষসি! তোর সঙ্গে যতদিন আমার আলাপ হয় নাই ততদিন আমি বলীর মধ্যে অগ্রগণ্য এবং জন সমাজে সুখ্যাতির পাত্র ছিলেম, হায়! এখন আমার সে বল কোথায়, সে খ্যাতি বা কোথায়; সে সকলি তুই অপহরণ কোরেচিস।

শশি। আপনার বল খ্যাতি আমি অপহরণ কোরেছি? হা ভগবান! আপনি ইচ্ছা কোরে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হোয়ে সকলি হারিয়েছেন, বৃথা আমায় অপরাধী কোচ্যেন। (ক্রন্দন)

যশো। তোর এই চক্ষের জলই আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে, যদিও তোর চক্ষের জল, তোর করুণ বাক্য, পবনের প্রবল প্রবহ সমুদ্রের অনিবার্য্য স্রোত রোধ কোর্‌তে শক্ত হয়, তথাপি আমার কোপ বেগ আর রোধ কোর্‌তে পার্‌বে না। হায়! তুই যখন দুঃখিতা হোয়ে রোদন কোরিস, তখন তোর স্বাভাবিক সুন্দর রূপ যে রূপ অপরূপ রূপ ধারণ করে, দেখলে কার মন না চঞ্চল হয়, তোর মন যদি অপবিত্র না হোত, তাহোলে বোধ করি তোর তূল্য রমণী সুর পুরেও প্রাপ্ত হওয়া সন্দেহ। চক্ষু! আর তোমরা ওরূপ দেখ্‌তে ইচ্ছা কোর না, কর্ণ! আর তোমরা ওর শ্রবণ সুখ কর বাক্য শুন্‌তে ইচ্ছা কোরনা। আমি এখনো বোলচি তুমি সুধীরের প্রণয় আশা ত্যাগ কর।

শশি। আপনার অবস্থা দেখে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হোয়ে যায়, আপনার দুঃখ নিবারণ জন্য আমি শত ক্রোশ কণ্টকাবৃত

পথও গমন কোরতে প্রস্তুত আছি, তুষার শিলাবৃত দুর পথে গমনেও স্বীকৃতা আছি, যদি এই প্রাণ দিলে আপনার দুঃখ দূর হয় তাতেও আমি সম্মতা আছি——মহাশয়! আমি আপনার নিমিত্ত জোড করে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কচ্চি, তিনি আপনার দুঃখ দূর করুন, কিন্তু প্রণয় আশাকে আর আপনি মন মধ্যে স্থান দেবেন না!

যশো। হায়! তোমার বাক্য সুধা এবং বিষ উভয় মিশ্রিত, তোমার কথা শুনে ক্ষণেক মন উত্তেজিত আবার পরক্ষণেই অবসাদিত হয়, সুন্দরি! আর বৃথা চিন্তায় আবশ্যক নাই, তোমার পাণি গ্রহণেই আমার সকল দুঃখ দূর হবে। হৃদয়েশ্বরি! একবার আলিঙ্গন দানে চরিতার্থ কর।

শশি। বলেন কি! মহাশয়! ক্ষান্ত হোন, আমি এখন পরের—

যশো। কি বোললি, পরের!

শশি। পিতা আমায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান কোর্‌তে ইচ্ছা কোরেছেন, আমিও পিতৃ আজ্ঞা পালনে সম্মতা হোয়েছি।

যশো। পাপিয়সি! তুই আমার শত্রুর সঙ্গে বিবাহে সম্মতা হয়েচিস, হায়! অবশেষে কি আমায় বৈরির পদাঘাত সহ্য কোর্‌তে হোল, কি, আমি জীবিত থাকৃতে আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব তস্করে লুণ্ঠন কোর্‌বে? উঃ! আর আমি সহ্য কোরতে পারি না, আমার মস্তক ঘূর্ণিত হোচ্চে——

শশি। ভবানী পতি! পার্ব্বতী নাথ! আপনি দয়া কোরে এঁর মনের চঞ্চলতা দূর করুন, একি আপনি অমন কোরে চেয়ে

রোয়েচেন কেন ? আপনার দেহে রক্ত নাই, সর্ব্বশরীর কম্পিত, হায়! কি হোলো।

যশো। কি? আমার ধন অন্যে গ্রহণ কোরবে—হে পৃথিবি! হে বিমান! হে স্বর্গ! হে নরক! তোমরা সকলে সাক্ষ্য থাক, এই পাপিয়সী আমার শত্রুর পাণিগ্রহণে সম্মতা হোয়েছে, ———তবে আর বিলম্ব করি কেন—হিংসা নরক! তুই আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোয়ে আমার সাহায্য কর্, (কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া) আমি আজ যে কার্য্যে প্রবর্ত্ত হোচ্যি, নর শোণিত লোভি রাক্ষসেরা ও দেখে দুঃখে রোদন কোরবে। (শশিকলাকে প্রহারোদ্যত)

(সুধীর সিংএর প্রবেশ)

সুধী। নৃসংশ! ক্ষান্তহ, তোর হৃদয়ে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই, পাপিষ্ঠ! অবশেষে, অবলা বধ কোরে পৌরুষত্ব লাভ ইচ্ছা কোরেচিস।

যশো। আঃ! দুরাত্মা! তুই আবার এমন সময় এখানে কি কোর্তে এলি? ভালই হয়েছে—তোর আসন্নকাল উপস্থিত, আজ আমার প্রতিশোধ পিপাসা নিবৃত্তি হবে।

সুধী। তুই এতদিন যে আমার অপকারে প্রবৃত্ত ছিলি, সে সকল আমি দয়া কোরে ক্ষমা কোরেছিলাম, কিন্তু আজ তোর এ—দুষ্কার্য্যের প্রতিফল এখনি প্রদান কোর্ব।

যশো। যম তোর অপেক্ষা কোচ্যে, আয় তোকে তাঁর সদনে প্রেরণ করি।

(উভয়ের যুদ্ধ)

শশি। ক্ষান্ত হোন। ক্ষান্ত হোন। আপনারা কি করেন, কি সর্ব্বনাশ! (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো তোমরা কে নিকটে আছ শীঘ্র এখানে এস? আপনারা কেন যুদ্ধ কোচ্যেন, এই আমি মস্তক অবনত কোচ্চি, আপনাদের যুদ্ধের কারণ কে বিনাশ কোরে, আপনারা ক্ষান্ত হোন।

(যশোমন্ত আহত হইয়া ভূমে পতিত)

যশো। দৈব এখন তোর প্রতি অনুকূল—হায়! ভীষণ যম দূতগণ হস্ত প্রসারণ কোরে আমায় আহ্বান কোচ্যে, আমার আসন্ন-কাল উপস্থিত—মৃত্যুকেই বা ভয়কি—রণক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগে ভয় নাই, তার যশ খ্যাতি সকলি এই মর্ত্ত্য ভূমিতে অব-স্থিতি করে, কিন্তু হায়! আমার এ মৃত্যু—পাপীর মৃত্যু ভয়-ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!—হায়হায়। কেন আমি এ পাপ পথে গমন কোরেছিলাম—হায়! শশিকলা—(মৃত্যু)

শশি। হায়! কি হোলো! হায় হায়!। (ক্রন্দন)

সুধী। সুন্দরি! এরূপ ব্যক্তির জন্য তোমার রোদন করা উচিত নয়, আর কেঁদনা ক্ষান্ত হও।

শশি। হায়! কি কোরলেন, হায় হায়!।

সুধী। প্রিয়ম্বদে! যে ব্যক্তি তোমার প্রাণ বিনাশ কোর্‌তে উদ্যত হোয়েছিল, তাকে বিনাশ কোরে কি আমি কোন অপকার্য্য কোরেছি? এ কার্য্যে কি আমি তোমার নিকট অপরাধী হোয়েছি?

শশি। আমি তোমাকে দোষী কোচ্চি না, নানা, তুমি এখানে না এলে যশোমন্তের হাতে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ যেত, কিন্তু এঁর এ অবস্থা দেখে, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়েছে, আমি চক্ষের জল কোন মতেই নিবারণ কোর্‌তে পাচ্চি না।

সুধী। সুন্দরি! এ মৃত দেহ আর তোমার দেখে কায্‌ নাই, এ শব দেখে কেবল মনে ক্লেশ জন্মানমাত্র, হায়! তোমার ন্যায় সুন্দরীর অশ্রু জল লাভ জন্য কার না যশোমন্তের অবস্থার সহিত বিনিময়ে ইচ্ছা হয়।

শশি এরূপ কথা বোলে আমার দুঃখ বাড়িও না, এ হতভাগিনীর কপালে যে কি লেখা আছে তা কে বোলতে পারে। হায়! যশোমন্ত রায় মহারাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কোরে, নানা বিধ দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হোয়ে লোকের নিকটে নিন্দনীয় হোয়েছিলেন, এর এই মৃত্যু সংবাদ শুনে কেও দুঃখ কোরবে না, কেও কাঁদবে না, বরং অনেকে আহ্লাদিত হবে। হায়! এরূপ মৃত্যু অত্যন্ত শোচনীয়।

(নেপথ্যে, এযে কোন স্ত্রীলোকের রোদন শব্দ তাতে আর সন্দেহ নাই)

(পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে জয়প্রতাপ রায়ের প্রবেশ)

জয়। একি! যশোমন্ত রায় নিহত! (শশিকলাকে সম্বোধন করিয়া) আমার অনুমান হয় তুমিই এ দুর্ঘটনার কারণ।

শশি। পিত! আপনি সত্য বলেছেন, এই হতভাগিনীর জন্যই এ দুর্ঘটনা ঘটন হয়েছে. হা জগদীশ্বর! আমি তোমার

নিকট এত কি অপরাধ করেছিলাম, যে সেই অপরাধের ফল স্বরূপ আমাকে এই ঘটনার কারণ কোল্যেন, চিরকালের জন্য আমাকে সন্তাপ সাগরে নিমগ্ন কোল্যেন!

জয়। (সুধীরকে সম্বোধন করিয়া) সেনাপতি! তুমি কি সাহসে এই পবিত্র রাজপুরী মধ্যে এরূপ দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে?

সুধী। পবিত্র দেবগৃহ মধ্যেও, মহারাজের সমক্ষেও নারী হত্যা উদ্যত নরাধমকে তার কুকর্ম্মের প্রতিফল প্রদানে অপেক্ষা কোর্‌তেম না, মন্ত্রি মহাশয়! দুর্বৃত্ত! আপনার কন্যা কুমারী শশিকলাকে হত্যা কোর্‌তে উদ্যত হোয়েছিল।

জয়। কি সর্ব্বনাশ! আমি তা জানিনা, দুরাত্মা স্বকৃত কর্ম্মানুরূপ ফল লাভ করেছে, কিন্তু এই বিপ্লব পাত কালে, রাজপুরী মধ্যে মহারাজের পারিষদ্ দ্বারা এরূপ হত্যাকার্য্য সম্পন্ন হওয়া ভাল হয় নাই। যা হোক, পরিচারকগণ! তোমরা এই মৃতদেহ লোয়ে শ্মশানে গমন কর, সুধীর! তুমিও এখন এখান থেকে গমন কর, দিগ্বিজয় রায় এ সম্বাদ শ্রবণ কোরে, এখনি এখানে আসবে, তোমাকে এখানে দেখলে তার আর ক্রোধের সীমা থাকবেনা।

(শব লইয়া পরিচারক গণের প্রস্থান)

সুধী। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! (নিষ্ক্রমণ)

জয়। শশিকলা! অদৃষ্টের লিপি কেও খণ্ডন কোর্‌তে পারেনা, যা ঘটবার তা অবশ্যই ঘটনা হবে, সেজন্য আক্ষেপ করা বৃথা, মা! কেঁদনা স্থির হও, বিদ্রোহীর জন্য এতশোক করা কর্ত্তব্য নয়।

শশি। পিত! শোককে কেও ডেকে আনেনা, শোক আপনই আসে, যেতে বোল্লেও শীগ্গির যায় না।

জয়। মা শশি! শোকের কথা আর আমায় বোলনা, তোমার কিসের দুঃখ, একটা বিদ্রোহীর জন্য শোক প্রকাশ কোরে অকলঙ্ক রাজন্যকুলে কলঙ্ককোরনা, যাওমা এখন ঘরে যাও, ঐ দিগ্বিজয়রায় আসচে।

(শশিকলার প্রস্থান)

[দিগ্বিজয়রায়ের প্রবেশ]

দিগ্বি। মহারাজের শরণ গ্রহণ করার কি এই ফল? রাজ্যমধ্যে কি এইরূপে তোমরা শান্তি সংস্থাপন কোর্‌বে? এই কি তোমাদের আতিথ্য ধর্ম্ম? গুপ্তহত্যাদ্বারা অতিথির প্রাণ বিনাশ!

জয়। এই উপস্থিত দুর্ঘটনা জন্য আপনি যে আক্ষেপ প্রকাশ কোচ্যেন, সেটী স্বাভাবিক, মহাশয়! আমিও এ দুর্ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হোয়েছি, কিন্তু আমাদের প্রতি যে গুপ্তহত্যা-পবাদ প্রদান কোচ্যেন সেটী কেবল রাগ বশত, আমাদের আদেশ মত এরূপ কুৎসিত কার্য্য সম্পন্ন হয়া মনে করাও নিতান্ত অন্যায়।

দিগ্বি। আমাকে ন্যায় অন্যায় তোমাকে শিক্ষা দিতে হবেনা, তোমার কৃত্রিম শোক প্রকাশে আমি ভুলবোনা, আমি এখনি মহারাজের নিকট গমন কোরে, এই হত্যার বিচার প্রার্থনা কোর্‌ব।

জয়। আপনি এই ক্ষণেই গমন করুন, আমি আপনাকে নিষেধ কোচ্চিনা, আপনি একবার মনে ভেবে দেখুন দেকি অদ্যকার বিচারে আমি আপনাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার কোরেছিলাম, আমার সহিত আপনার এরূপ ব্যবহার কি উচিত। মহাশয! যশোমন্তরায় তার আপনার দুষ্কার্য্যের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হোয়েছে, অবলা শশিকলাকে সে হত্যা কোর্‌তে উদ্যত হোয়েছিল। সর্ব্বনিয়ন্তা! সেই উদ্যত হত্যা-কারীকে তার উপযুক্ত বাসস্থানে প্রেরণ কোরেছেন।

দিগ্বি। তোমার অভিসন্ধি আমি পূর্ব্বথেকেই অবগত আছি, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো, যদি দুরাত্মা হত্যাকারী তোমার আশ্রয়ে অথবা মহারাজের ইচ্ছামত ন্যায় বিচারের হস্তহোতে পরিত্রাণ পায়, তাহোলে আমি রাজ্যমধ্যে, এই গুপ্তহত্যার বিষয় ঘোষণা কোরে প্রজাগণের হৃদয়ে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ অগ্নি প্রজ্বলিত কবে আজ আমি যেমন অপত্যহীন হোয়েছি, হত্যাদ্বারা শত শত নগরবাসীগণকে অপত্যহীন কোর্‌ব, তারা কিছুকাল পূর্ব্বে জয়লাভে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ কোর্‌ছে অদ্য রাত্রে তার সহস্র গুণ অধিক তাদের আক্ষেপ প্রকাশ কোরতে হবে।

জয়। মহাশয়! আর আক্ষেপের আবশ্যক নাই, আপনার, এ সব ভয় প্রদর্শন বৃথা, যদি ইচ্ছা হয় চলুন, আপনাকে মহা-রাজের নিকট লয়ে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য।

(রাজঅন্তঃপুরী মধ্যস্থ উপবেশনাগার)

[মহারাজ গুণধীররায়, মহিষী ইন্দুমতী ও
প্রতাপ সিং উপবিষ্ট]

ইন্দু। নাথ! এ স্বপ্ন বৃত্তান্তটী শুনে উপহাস কোর্‌বেন না, ইটী বায়ুবৃদ্ধি বশত অসঙ্গত অস্পষ্ট মানসিক কল্পনা নয়, দৈবদত্ত স্বপ্নের ন্যায় আমি স্পষ্ট দেখেছি। মহারাজ! অনুকূল দৈব আপনার প্রতি দয়া কোরে আমার মনমন্দিরে আবির্ভূত হয়ে স্বপ্নবলে ইতি কর্ত্তব্য অবধারণে আজ্ঞা কোরেছেন। প্রাণেশ্বর। আপনি জয়লাভ কোরেছেন বোলে নিশ্চিন্ত থাকবেন না, পরিণাম দর্শনে আলস্য কোর্‌বেন না।

গুণ। রাজ্ঞি। কোন কার্য্যেরি অতিরিক্ত ভাল নয়, ভয়ের পদানত হয়াও কর্ত্তব্য নয়, এবং মন হোতে ভয়কে উপেক্ষা করাও উচিত নয়। উপস্থিত বিষয়ে যেরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, আমি তদনুরূপ সতর্ক হোয়েছি, মন চঞ্চল হোলে নানাবিধ

চিন্তা একটী আশ্চর্য্যরূপ ধারণ কোরে মন মন্দিরে উদয় হয়। যখনএই জীবনের সুখ দুঃখ সকলি স্বপ্নবৎ, তখন আবার স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে মনমধ্যে স্থান দিয়ে অসুখী হওয়া অজ্ঞেয় কার্য্য।

ইন্দু। নাথ! আপনার যুবাকালে যখন বীর চূড়ামণি মহারাজ উদয়সিংএর সঙ্গে আপনি যুদ্ধে যাত্রা কোর্‌তেন, যখন আমার হৃদয় আশঙ্কা এবং আপনার পুনরাগমনের বিলম্বে ব্যথিত হোত, বোলুন দেখি, সে সময় কি আমি অধৈর্য্য হোয়ে আপনার যশলাভে প্রতিবন্ধক জন্মাতেম,বরং আমি এই হস্তে আপনাকে রণসজ্জায় ভূষিত কোরে দিতেম, এই হস্তে আপনার কটীদেশে অসি বদ্ধ কোরে দিতেম। প্রাণবল্লভ। আমি অনুনয় কোরে বোলচি অধিনীর প্রার্থনাটী রক্ষা করুন, বিজয় আনন্দে উন্মত্ত সৈন্যগণকে সাবধান হোতে আজ্ঞা দিন,এবং মন্ত্রীমহাশয় অদ্য রাত্রে প্রভু ভক্ত সৈন্যগণের সহিত নগররক্ষায় নিযুক্ত থাকুন, আমার এমনি বোধ হোচ্চে, যেন বিশ্বাসঘাতকতা রাজরক্তে রঞ্জিত হোয়ে নগরমধ্যে ভ্রমণ কোচ্চে।

গুণ। প্রেয়সি! যে রাজার প্রতি প্রজাগণের বিশ্বাস নাই, সে রাজার রাজত্ব বিড়ম্বনা মাত্র, প্রজাগণের প্রতি অবিশ্বাস করে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা অথবা জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

ইন্দু। জগদীশ্বর করুন আমার আশঙ্কা যেন বৃথা হয় আমার স্বপ্ন

যেন মিথ্যা হয়, কিন্তু নাথ! আপনি এ দাসীর কথা রক্ষা করে আমার মনের আশঙ্কা দূর করুন। মহারাজ! আমি আমার জীবনের জন্য এক তিলও চিন্তিতা নই, কেবল আপনার মঙ্গল উদ্দেশেই এত ব্যগ্র হয়েছি। নাথ! আপনার জীবন অমূল্য, আপনার কোন অমঙ্গল হলে এই রাজ্যের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে।

গুণ। রাজ্ঞি! তোমার অনুনয় অবশ্য রক্ষা কোরব। প্রতাপ! মন্ত্রীমহাশয় স্বয়ং আজ নগর রক্ষার ভার গ্রহণ কোরেছেন না॥

প্রতা। আজ্ঞা হাঁ! আমি এই কতক্ষণ দেখে এলাম মন্ত্রী মহাশয় তেজসিংএর সহিত নগর রক্ষার নিয়ম নির্দ্ধারণ জন্য নির্গত হোয়েছেন।

গুণ। মন্ত্রীমহাশয়ের ন্যায় প্রভুভক্ত আর দৃষ্ট হয় না। হায়! তাঁর এ প্রভুভক্তির অনুরূপ পুরস্কার প্রদান আমার সাধ্যাতীত। প্রতাপ! পুরী রক্ষার ভার অদ্য কার উপর ন্যস্ত হোয়েছে?

প্রতা। কলবন্ত সিংএর প্রতি অর্পিত হোয়েছে।

গুণ। কলবন্ত সিং বিশ্বাসের যোগ্যপাত্র, আমি অদ্য রণক্ষেত্রে তার বিক্রমের পরিচয় সম্যক্ রূপে প্রাপ্ত হোয়েছি। প্রতাপ তুমি তাঁর নিকট গমন কোরে বল গিয়ে যে, অদ্য রাত্রে যে তিনি স্বয়ং নাগরিক সৈন্যের সহিত পুরদ্বারে অবস্থান করেন।

প্রতাপ। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(প্রস্থান)

গুণ। প্রিয়ে! এস আমরা বিশ্রামাগারে গমন করি।

ইন্দু। নাথ! চলুন, আঃ। মন এমনি অস্থির হোয়েছে যে, কিছুই ভাল লাগচে না, পা যেন আমার নয়, গৃহ হোতে গৃহান্তরে গমনে যেন কত কষ্টই জ্ঞান হোচ্যে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রাজধানী মধ্যে মহারাজের উপবেশনাগার)

(মহারাজ গুণধার উপবিষ্ট ; বিচারকদ্বয় সম্মুখে দণ্ডায়মান)

[জয়প্রতাপরায় ও দিগ্বিজয়রায় উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট]

গুণ। দিগ্বিজয়! এ তোমার কিরূপ আচরণ, তুমি পুরীমধ্যে আমাদের অপবাদ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হোয়েছ, কোথায় তুমি সদাচরণ দ্বারা প্রজাগণের মনে শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান্ হবে তা না হোবে প্রত্যুত যাতে প্রজাগণের মনে বিদ্রোহ-বহ্নি পুনর্দীপ্ত হয়, তারি চেষ্টা কোচ্য।

দিগ্বি। রাজন্! আমি শোকে অধীর হোয়ে কেবল বিলাপ কোরেছি, হায়। আমার একমাত্র সন্তান, অন্ধের যষ্টির স্বরূপ, আপনার এই পুরীমধ্যে নৃশংস ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেছে. মহারাজ! আপনার নিকট বিচার প্রার্থনায় আগমন কোরেছি, এ বিষয়ে সুবিচার কোরে আমার হৃদয়ের সন্তাপ নিবারণ করুন।

গুণ।. সুবিচার রাজগণের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য, কি দীন দরিদ্র

কি ঐশ্বর্য্যশালী, রাজার নিকট সকলেই সমান, বিচারে দোষ সপ্রমাণ হোলে অবশ্যই সে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হবে। কে তোমার পুত্রের হত্যাকারী? যদি সে ব্যক্তি আমাদের অতীব আত্মীয় হয়, তথাপি তার প্রতি উচিত দণ্ডাজ্ঞা হবে।'

দিগ্বি। সেনাপতি সুধীর সিংএর বিপক্ষে আমি আপনার সম্মুখে অভিযোগ কোচ্চি, তিনিই আমার পুত্রকে হত্যা কোরেছেন।

জয়। নরপতি। মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ কোরে যদি আমি নিরস্ত থাকি তাহোলে আমাকে ধর্ম্মের নিকট এবং আপনার নিকটে অপরাধী হোতে হবে, মহারাজ! সুধীর সিং সত্যই যশোমন্তকে বিনাশ কোরেছে। যশোমন্ত আমার কন্যা শশিকলার প্রাণ-বিনাশে উদ্যত হোয়ে অসি উত্তোলন কোরেছিল, এমন সময় দৈবাৎ সুধীর সিং সেখানে গমন করে, তাঁকে সেই দুষ্কার্য্য হোতে নিবৃত্ত কোরে শশিকলার জীবন রক্ষা করেন। তৎপরে শিকার ভ্রষ্ট ব্যাঘ্রের ন্যায় যশোমন্ত সুধীরকে আক্রমণ কোরলে ক্ষণকাল যুদ্ধের পরে যশোমন্ত আহত ও পরাজিত হোয়ে প্রাণত্যাগ কোরেছে।

দিগ্বি। নরনাথ! মন্ত্রী মহাশয় আমার চিরদিনের শত্রু, ওঁর বাক্যের প্রতি বিশ্বাস কোরে বিচার কোরবেন না, যশোমন্ত যে সম্মুখ সংগ্রামে বিনষ্ট হোয়েছে তার আর অপর সাক্ষ্য গ্রহণ কোরে বিচার করতে আজ্ঞা হয়।

গুণ। অবশ্যই আমি অপর সাক্ষ্য গ্রহণ কোরে এ বিষয়ের সত্যা-সত্য সাব্যস্ত কোর্‌ব, সুধীর যদি সত্য যশোমন্তকে অন্যায় রূপে বিনাশ কোরে থাকে সে তার দুষ্কার্য্যের উচিত শাস্তি লাভ কোর্‌বে। মন্ত্রি! তুমি সুধীরকে এই অভিযোগের সংবাদ প্রদান কোরে বোলো, তার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ জন্য সাক্ষ্যাদি লয়ে কল্য বিচার মন্দিরে যথাকালে উপস্থিত হয়। এক্ষণে তোমরা গমন কর।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

(রাজপুরী মধ্যস্থ বিশ্রামাগার)

(গৌর সিং এবং দিগ্বিজয় রায় উপবিষ্ট)

দিগ্বি। গৌরসিং! আর আমি ক্রোধ সম্বরণে সমর্থ হচ্যি না। আঃ! কতদিনে আমরা কৃতকার্য্য হব, আর বিলম্ব সহ্য হয় না। যদি আমি এর প্রতিশোধ দিতে না পারি, তবে নিশ্চয় বোলচি এদেহকে স্বহস্তে বিনাশ কোরে শকুনি গিধিনী গণকে ভোজনার্থে অর্পণ কোরব।

গৌর। আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, এত উতলা হবেন না।

দিগ্বি। হায় হায়! বীরকুল চূড়ামণি যশোমন্ত নিহত হোয়েছে—।

গৌর। (এক দিকে) পৃথিবীর অনেক ভার লাঘব হোয়েছে, (প্রকাশ্যে) তাঁর মৃত্যুজন্য আপনি খেদিত হবেন না, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মতাবলম্বী ছিলেন না, এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ছিলনা, যাহোক এখন তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ প্রদানে প্রস্তুত হোন। আমি কলমন্ত সিংএর সহিত সাক্ষাৎ কোরে আমাদের উদ্দেশ্য তাঁকে অবগত কোরেছি, তিনি আমাদের পক্ষ অবলম্বন কোরেছেন, এবং আমাদের সাহায্য

জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন। অদ্যরাত্রে নাগরিক সৈন্যরা নিদ্রাভিভূত হোলে, আমাদের পক্ষ যবন সৈন্যগণকে নগর মধ্যে প্রবেশের অনুমতি——

দিগ্বি। বলকি, গৌরসিং! নিশ্চয়ই তোমার সাহায্যে আমি কৃতকার্য্য হব। হে রাত্রিচরগণ! তোমরা কৃপাকোরে আমাদের সাহায্যার্থে আগমন কর, আজ আমি যেমন অপত্যহীন হোয়েছি, তেমনি শত শত এই নগরবাসিগণকে আজ অপত্য হীন কোরব। নাগরিকগণ! তোমাদের শোণিতে আজ আত্মজ যশোমন্তের প্রেতক্রিয়া কোর্ব।

গৌর। আসুন, আর অপেক্ষার আবশ্যক নাই, আমরা গমন করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

———

পঞ্চমাঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

(কলবন্ত সিংএর উপবেশনাগার)

(গৌর সিং এবং কলবন্ত সিং উপবিষ্ট)

গৌর। অদৃষ্ট বুঝি এত দিনে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোয়েছেন। অদ্যকার পরাজয়ের পরিশোধ, তোমার সাহায্যে সহজেই কোরতে পারব। আমাদের স্বপক্ষ সৈন্যগণ, তোমার আদেশ মত নগর মধ্যে প্রবেশ কোরে, স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা কোচ্যে, এখন কিরূপে ভয়ানয়ক কার্য্যটী সিদ্ধ করা হবে, তারি মন্ত্রণা স্থির কোরে সৈন্যগণকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়োজিত করা আবশ্যক। কিন্তু যদি মন্ত্রী এবং সুধীর জীবিত থাকে, তা হোলে মহারাজের প্রাণ বিনাশে কোন ফলোদয় হবে না, তাদের মন্ত্রণা এবং রণ কৌশলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, প্রতি পদে ব্যাঘাত জন্মাবে।

কল। তবে মহারাজের সহিত মন্ত্রী ও সুধীর সিংকে এককালেই সমন সদনে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

গৌর। তোমা ভিন্ন এ কর্ম্মটী অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা

নাই, তোমার প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের পক্ষপাতিত্ব কেনা অবগত আছে, তুমি চিরদিন প্রাণপণে মহারাজের শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিলে, তার কি এই প্রতিফল, তুমি বর্ত্তমান থাকতে কিনা একটা অনভিজ্ঞ দুগ্ধপোষ্য বালককে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত কোরলেন। তোমার সঙ্গে কি সুধীর সিংএর তুল না হয়।

কল। আর ও সব কথা আমার কাছে বোলনা, ঐ বিষয়টী আমার স্মৃতি পথে আগমন কোরলে, ঈর্যা এবং দুঃখে হৃদয় দগ্ধ হোয়ে যায়। গৌর সিং ! মন্ত্রীকে এর প্রতিফল অদ্যই প্রদান কোরব।

গৌর। এখন যেরূপে কর্ম্মটী সমাধা কোর্তে হবে তা শোন— আমি যে সময় পুরীমধ্যে প্রবেশ কোরে, মহারাজের প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হব, তুমিও সেই সময় মন্ত্রীর গৃহে গমন কোরে মন্ত্রী মহাশয়কে উচ্চৈস্বরে এই কথা বোলে আহ্বান কোরবে, "আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, কোন বিশেষ কথা আছে তাহোলেই তিনি সসব্যস্তে নিরস্ত্র এককতোমার নিকট আগমন কোরবেন, তারপর তোমায় যে কি কোরতে হবে তা আর বোধ করি বলবার আবশ্যক নাই।

কল। না, তা আর তোমায় বোলতে হবে না, আজ ঐ অসির দ্বারা মন্ত্রীর হৃদয় হোতে রক্তপাত কোরে, ঈর্যা রিপুকে পরিতোষ কোরব।

গৌর। তবে এখন তুমি পুরী রক্ষার্থে গমন কর, মন্ত্রী মহাশয়

তেজ সিংএর সহিত যে পর্য্যন্ত নগর ভ্রমণ কোরে প্রত্যাগমন না করেন, সেই অবধি তুমি রাজ দ্বারে অপেক্ষা কর গিয়ে আমি সৈন্যগণের সহিত সাক্ষাৎ কোরে, তাদের যেরূপ যেরূপ কোর্‌তে হবে তা বলি গিয়ে, কলবন্ত! আমরা যদি কৃতাকার্য্য হোতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তুমি কল্য প্রাতে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হবে।

কল। দিগ্বিজয় রায় যখন সিংহাসনে উপবেসন কোরবেন, আর তুমি মন্ত্রীর পদ গ্রহণ কোরবে, তখন অভীষ্ট পদলাভের জন্য আমায় চিন্তা কোর্‌তে হবেনা; এখন এস আমরা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে গমনকরি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

(জয়প্রতাপরায় ও তেজসিং ঘোটকোপরি)

জয়। তেজসিং ! কি আশ্চর্য্য, নগরমধ্যে যে সকল সৈনিকগণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হোল, সকলকেই সুরাপানে উন্মত্ত দেখলাম, কেহই প্রকৃত অবস্থায় নাই। আরো দেখ। রণক্ষেত্রের কারিশ বহ্নির আলোকে অস্ত্রের চাক চক্য দেখে বোধহোচ্চে লুণ্ঠন অভিলাষে সৈন্যগণ এখনো সমরক্ষেত্র ত্যাগ করেনাই; এরা যে নাগরিক সৈন্য তাতে আর সন্দেহ নাই, দুর্গস্থ সৈন্যগণ মধ্যে এরূপ অনিয়ম থাকা কদাচ সম্ভব নয়।

তেজ। সৈন্যরা জয়লাভ কোরে প্রত্যাগমন কোরলে, নাগরিকেরা আহ্লাদে অপরিমিত পানীয় সৈন্যগণকে প্রদান করে, সেই সুরাপানেই সৈন্যগণ এরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়েছে, মন্ত্রি মহাশয় ! আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, নগর মধ্যে স্থানে স্থানে এই রাত্রিকালে কি জন্য নাগরিকেরা শস্ত্রপাণি হোয়ে অবস্থান কোচ্চো ?

জয়। বোধহয় নগরপাল কলবন্ত সিংএর আদেশমত নগর রক্ষাতে

এইরূপ সশস্ত্রে অবস্থান কোচ্চে। যাহোক তুমি শীঘ্র দুর্গ-মধ্যে গমন কোরে, সহস্রসংখ্যক সেনার সহিত শান্তি রক্ষার্থে নগরমধ্যে সঞ্চরণ কর।

তেজ। যেআজ্ঞা।

(প্রস্থান)

জয়। অদ্যকার অপরিমিত পরিশ্রম ভারে শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত হোয়েছে, নিদ্রার আবেশে চক্ষু নিমিলিত হোচ্চে, আঃ! সচিবের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, দিবা রাত্র মধ্যে একক্ষণের জন্যও উদ্বেগ শূন্য হোয়ে নিশ্চিন্ত হবার সম্ভাবনা নাই, নিদ্রাবস্থাতেও দিবসের কার্য্য সকল মনোমধ্যে উদয় হোয়ে সুসুপ্তি হয় না, যাই এক্ষণে গৃহে গমন কোরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিগিয়ে।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠাঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(জয়প্রতাপ রায়ের গৃহ প্রাঙ্গন]

(কলবন্তসিং ও জয়প্রতাপ রায় দণ্ডায়মান)

কল। মহাশয় ! শৌধদ্বার হোতে পুরীর প্রাঙ্গনে সৈন্য সমূহ দর্শন কোরে, তাদের বারম্বার সাঙ্কেতিক বাক্য জিজ্ঞাসা করায় কোন প্রত্যুত্তর নাপেয়ে, ভীতহয়ে আপনাকে সম্বাদ দিতে আগমন কোরলেম, এখন ইতি কর্ত্তব্য বিধানে আজ্ঞা হয়।

জয়। কি সর্ব্বনাশ! চল শীঘ্রচল, বোধকরি বিপক্ষ সৈন্যদল গুপ্তহত্যা দ্বারা মহারাজের প্রাণ বিনাশ মানসে আগমন কোরে থাকবে।

কল। মহাশয় ! আপনার এরূপ নিরস্ত্র গমনকরা কর্ত্তব্যনয়, এই আমার অসি গ্রহণ করুন, (কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক, মন্ত্রীকে প্রহারোদ্যত, মন্ত্রী কৌশলে কলবন্তের হস্ত হইতে, অসি চ্যুত করিয়া কলবন্তকে প্রহার ও কলবন্ত আহত হইয়া, ভূমে পতিত)

জয়। রে পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক! আমার প্রাণ সংহার কোরে

তোর কি অভীষ্ট লাভ হবে, আমার হাত হোতে তোর পরিত্রাণ নাই।

কল। আমার বলে ধিক্! হায়! তোর শোণিত দর্শন বাসনা আমার পূর্ণ হোলনা।——নির্জ্জীব কুক্কুরের ন্যায় আমি তোর প্রহারে পরাভূত হলেম?

জয়। নৃসংশ নরাধম! বল তোর এ দুষ্কার্য্যের অভিপ্রায় কি? কে তোকে এ কার্য্যে নিয়োজিত কোরেছে? আমার অনুমান হয়, এবিশ্বাস ঘাতকতা কোন ভয়ানক হত্যা কার্য্যের সূচনা মাত্র।

কল। যা অনুমান কোরেছ, সেটী অমূলক নয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে কুমার দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য সফল হোয়েছে শুনতে পেলে, আমি সন্তোষের সহিত, আমার অভ্যথনার নিমিত্ত মুক্তদ্বার নরকে প্রবেশ কোরব। (নেপথ্যে, অস্ত্রচালন, কোলাহল ও আগ্নেয় অস্ত্র শব্দ) এই যে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হোয়েছে। বোধ করি এতক্ষণে কুমারের অভিলাষ সিদ্ধ হোয়েছে—এত-ক্ষণ মৈত্র গৌরসিং রক্ত শ্রোতে রাজপুরী প্লাবিত কোরেছে।

জয়। বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল!

কল। এবং মহারাজের ছিন্ন মস্তকোপরি নৃত্য কোচ্যে—(মৃত্যু)

জয়। জগদীশ্বর! মহারাজকে শত্রু হস্ত হোতে রক্ষা কর! উঃ! এই সম্বাদ শ্রবণে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হোয়েছে! হা মহারাজ! রে পাপ কলি! তোরকি এই কার্য্য,অধর্ম্মের জয়। ইস! ঐনা একজন আহত সৈনিক এই দিকেই আসচে।

(আহত সুধীরসিংএর প্রবেশ)

সুধী। মন্ত্রি মহাশয়। এদেহ হোতে প্রাণবায়ু বহির্গত হবার পূর্ব্বে, আপনাকে হৃদয় বিদীর্ণ কর শোকাবহ সম্বাদ দেবার জন্য, আপনার অন্বেষণ কচ্ছিলাম। মহাশয়! বোলতে বুক ফেটে যায়, বিদ্রোহীরা মহারাজের প্রাণ বিনাশ কোরেছে। হায়! আমি এই পাপচক্ষে মহারাজের মৃতদেহ দেখে এলাম। হায়! হায়! আমার মহারাজের শয়নাগারে গমনের পূর্ব্বে, শোণিত লোভিরাক্ষসেরা। হত্যাকাণ্ড সমাধা কোরেছে। হায়! হায়! জীবিত থাকতে মহারাজকে বিনাশ কোরলে, এই দুঃখেই হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্চ্যে।

জয়। হায়! হায়! উদয়পুর নগরী আজ পতিবিহীনা বিধবা হোলেন উদয়পুব! আজ হোতে তোমার সুখ সৌভাগ্য অস্তমিত হোল, তোমার পুত্র কন্যাগণ দুঃখ সাগরে নিপতিত হোল। তাদের শোকাশ্রু মোচম করে, তাদের দুঃখ দূর করে, আর এমন কেওনাই। হায়! যেরূপ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বেগে শিরোপরি পতিত হোলে, আঘাতে মস্তক ঘূর্ণিত হয়, চৈতন্য শূন্য হয়, এই বিপদ সম্বাদ শ্রবণে, আমিও তদ্রূপ বিবেক শূন্য হোয়েছি। আমার মস্তক ঘূর্ণিত হোচ্চ্যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই অবধারণ কোর্‌তে পাচ্যিনা। সুধীর! তোমার দেহ হোতে অজস্র শোণিত পাতে, তোমাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখছি, যদি কষ্টবোধ না হয়, যদি বলবার ক্ষমতা থাকে তবে বল, কিরূপে এই দুষ্কার্য্য সম্পাদিত হোল?

সুধী। কতকগুলি পরাজিত যবন সৈন্যকে, দিগ্বিজয় পর্ব্বত প্রদেশ হোতে সংগ্রহ কোরে, এই নিহত দুর্ব্বৃত্ত কলবন্তের আদেশ মত, নগরমধ্যে প্রবেশ করে এবং এই বিশ্বাসঘাতক তাদের নাগরিক সৈন্যের পরিচ্ছদে ভূষিত কোরে, পুরীরক্ষার ভানে, তাদের সঙ্গে লয়ে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তার-পর, মহারাজ নিদ্রাগত হোলে এবং পরিচারকগণ স্বীয় স্বীয় আবাস স্থানে নিদ্রায় অভিভূত হোলে, দুরাত্মা দিগ্বিজয় তার সহকারি গৌরসিংএর সহিত মহারাজের শয়না-গারে প্রবেশ করে। আমি পুরীমধ্য হোতে চিৎকারধ্বনি শ্রবণ কোরে, গৃহ হোতে দ্রুতপদে রাজবাটীতে আগমন কোরে, মহারাজের শয়নাগার মধ্যে প্রবেশের অনেক চেষ্টা কোরেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হোতে পারিনে, পথ যবন সেনায় অবরোধ। তারপর আমি বহুসংখ্যক যবনসেনা সংহার কোরে, গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরে দেখি, মহারাজ মৃত্যু হস্তে পতিত হোয়েছেন, তাঁর চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি হতসৈন্য পতিত রোয়েছে। একক মহারাজ বাহুবলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা কোরেছিলেন। রাজ্ঞী মহারাজের প্রাণ রক্ষার জন্য আপনার প্রাণআশা পরিত্যাগ কোরে, মহারাজের সাহায্যে প্রবর্ত্তা হোয়ে, তিনিও পতির ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ কোরেছেন।

জয়। ধন্যা মহিষী! রে নরশোণিত লোভি পিশাচগণ! এতদিনে তোদের মনস্কামনা পূর্ণ হোল।

সুধী। মহাশয়! পিশাচগণের পাপকার্য্যের পরিশিষ্ট ভাগ এখন

আপনি শ্রবণ করেন নাই। হায়! কেমন কোরে আমি সেই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করি! হায়! এসম্বাদ রূপ সুধার কুঠার দ্বারা কি আপনার সন্তান বৎসল হৃদয়কে বিদারণ কোর্ব!

জয়। হায়! হায়! আমি তোমার কথার ভাবেই বুঝতে পেরিছি। সুধীর! শশিকলা কি জীবিতা নাই?

সুধী! ক্ষত্রিয়কুল কামিনীগণ! আজ তোমাদের কুলতিলক শশিকলা, বীর প্রতাপে তোমাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি কোরেছেন। মহাশয়! শশিকলা বিদ্রোহীদের অভিসন্ধি জ্ঞাত হোয়ে, তারা যাতে মহারাজের শয়নাগারে প্রবেশ কোর্তে ন পারে, এই মানসে স্বহস্তে শয়নাগারের পথদ্বার অবরো করেন, কিন্তু বিদ্রোহিদল, বলে সেই দ্বারটী ভগ্ন কো ফেলে, গৌরসিং শশিকলাকে সেই ভগ্ন দ্বারের নিকট নিষ্কা শিত অসিহস্তে দণ্ডায়মানা দেখে, শূন্যমার্গে স্বীয় অসি ঘূর্ণি কোরে, সেনাগণকে সম্বোধন কোরে বলে "এই রমণীবে তোমরা কেও জাননা, এ মায়াবিনী ডাকিনী, এঁরি ইন্দ্র জাল বিদ্যাপ্রভাবে, প্রবল বলশালি যশোমন্তরায় অকালে কাল গ্রাসে পতিত হোয়েছেন। তোমারা এখনি এ পাপীয়সীকে যশোমন্তের নিকট প্রেরণ কর"। শশিকল এই কথা শুনে রাগে অন্ধহয়ে বহু বিদ্রোহীকে হত ও আহত করেন, শ্রমক্লান্তা অবলা অবশেষে বিদ্রোহীদের অস্ত্রাঘাতে আহত হোয়ে ভূমে পতিতা হন।

জয়। নরকরাজ্যেও বোধকবি, এতাদৃশ নিষ্ঠুর নরাধম স্ত্রীহত্যাকারি পাতকী নাই, তারপর তুমি কিরূপে শত্রুহস্ত হোতে পরিত্রাণ পেলে ?

সুধী। তারপব আমি ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে, শত্রু সেনার অজস্র অস্ত্রপাতের মধ্য দিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরে, পাপিষ্ঠ গৌরসিংকে বিনাশ কোরি, তার কিয়ৎকাল পরেই আমি শোণিত স্রাবণে চৈতন্য শূন্য হোয়ে পতিত হই। পরে সঙ্গা প্রাপ্ত হয়ে, আপনাকে এই সম্বাদ দেবার জন্য, অতিকষ্টে এতদূর পর্য্যন্ত আগমন কোরেছি, মহাশয়! ঐ দেখুন পুবস্ত্রীগণ শশিকলাকে ধারণ কোরে এইদিকে লয়ে আসচে।

(পুরস্ত্রীগণের আহত শোণিতাক্ত শশিকলাকে ধারণ পূর্ব্বক প্রবেশ)

শশি। তোমরা কেন বৃথা কষ্ট পাও, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হোয়েছে : এই খানেই আমায় রক্ষাকর। হা পিতা। মৃত্যু সময়ে তোমার সঙ্গে দেখাহোলনা, তোমার কাছে বিদায় নিতে পারলেম না (মুর্চ্ছা)

জয়। (শশিকলাকে ক্রোড়ে লইয়া) হায় ! হায় ! আমার কি সর্ব্বনাশ হোল। মা ! মা ! একবার চেয়েদেখ, তোমার হতভাগ্য পিতা, তোমার নিকট আগমন কোরেছে।

শশি। (সঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়া) হায়! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! পিতার স্বরের মতন শুনতে পেলাম, হায় ! পিতাকি আমার জীবিত আছেন (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) একি, সত্যই যে আমি

বাবার কোলে—জগদ্বীশ্বর কি আপনাকে বিদ্রোহি হস্ত হোতে রক্ষা কোরেছেন!——এখন আর আমার কোন দুঃখ নাই—এমৃত্যু শয্যা সুখশয্যা বোধ হোচ্যে—আপনার অনুগ্রহে বাবা জীবিত আছেন—আর চিন্তা নাই—হত্যাকারিগণ সমুচিত; শাস্তি পাবে——উদয়পুর যবনহস্তে পতিত হবেনা।

জয়। হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল মা! তোমার এ অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্যে—আঃ! আর যে আমি দুঃখ ভার বহন কোর্‌তে পাচ্যিনা।

সুধী। এখন আপনি ভিন্ন এ রাজ্য রক্ষা করে, আর এমন কেহ নাই—আমার এ অবস্থা দ্বারা কোন সাহায্যের সম্ভাবনা নাই—মহাশয়! আপনি শীঘ্র দুর্গমধ্যে গমন কোরে, দুর্গ রক্ষার যত্ন করুন—

জয়। ধন্য সুধীর! এ অবস্থাতেও তুমি মাতৃভুমির স্নেহ ভুলতে পার নাই, সুধীর! যতক্ষণ এ দেহে প্রাণবায়ু বহিত হবে, ততক্ষণ আমি শত্রু হস্ত হোতে, উদয়পুর রক্ষার যত্ন কোর্‌ব, কিন্তু দুঃখভারে আমার দেহকে অবসন্ন কোরেছে, বল বিক্রম বুদ্ধিবৃত্তি সকলি অন্তর্হিত হোয়েছে। হায়! প্রভু বিরহ, সন্ততি বিরহ, তার উপর আবার এক মাত্র আত্মীয় তুমি, তোমার বিরহ, এককালে এই বৃদ্ধ দেহে উপস্থিত হোয়ে আমার জীবিত মৃত্যু তুল্য কোরেছে।

সুধী। মহাশয়! আপনি শোকে অভিভূত হবেন না, আপনাকে বিরহ যন্ত্রণা কখনই সহ্য কোর্‌তে হবে না—আপনার খ্যাতি

কন্যার ন্যায় আপনাকে পালন কোর্‌বেন—এবং যত দিন এ জগতে সাধু ব্যক্তির অবস্থান কোর্‌বেন, তত দিন আপনার আত্মীয়ের অভাব থাক্‌বে না।

জয়। হায়! তোমাদের সঙ্গে কি আমার সাক্ষাৎ হবে না, তোমাদের অমিয় বাক্য কি আর আমি শুনতে পাব না। হায়! আমি মনে মনে কত ভাবি সুখের কল্পনা কোরে ছিলাম, তোমাদের উভয়কে পরিণয় পাশে বদ্ধ কোরে, অপার আনন্দে এ জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন অতিবাহিত কোর্‌ব। হায়! সে আশা কি বৃথা হোল।

(নেপথ্যে, রণবাদ্য, আগ্নেয় অস্ত্র ও কোলাহল শব্দ)

শশি। পিতা! আর আপনি বিলম্ব কোর্‌বেন না, ঐ শুনুন, রণবাদ্য, বোধ হয় এতক্ষণে পাপিষ্ট যবনেরা হত্যাকার্য্যে প্রবর্ত্ত হোয়েছে—পিতা! এখনি নরাধমেরা শত শত উদয় পুর কুলরমণাকে পতিহীনা পুত্র বিহীনা কোর্‌বে, তাদের চক্ষের জলে উদয় পুর ভেসে যাবে, রোদন শব্দে মেদিনী কম্পিতা হবে! পিতা! আপনি মমতাপাশে বদ্ধ হোবে, কর্ত্তব্যকার্য্যে হেলা কোর্‌বেন না।

জয়। মা! এস এ জন্মের মতন আর এক বার তোমায় ক্রোড়ে করি, (ক্রোড়ে লইয়া) মা! আর আমার যুদ্ধে আবশ্যক কি, আর আমার যশের প্রয়োজন কি, আর আমার জীবন ধারণেই বা ফল কি। হায়! হায়! মা! আমার বৃদ্ধকালে তোমার কি পরিত্যাগ কোরে যাওরা উচিত, কে আমার

পিতা বোলে ভক্তি কোর্‌বে, কে আমায় যত্ন কোর্‌বে (ক্রন্দন)

সুধী। মহাশয়! আপনার জীবন আপনার নয়, এই উদয়পুর-বাসি সকলেরি জীবন, আপনার জীবনের উপর নির্ভর কোচ্যে, আর এখন বিলম্ব কোর্‌বেন না। মহাশয়! বিবেচনা কোরে দেখুন, এ দেহ নশ্বর, জন্মগ্রহণ কোর্‌লে এক দিন না এক দিন মৃত্যুমুখে পতিত হতেই হবে, তবে অগ্র পশ্চাৎ, অল্প দিন পরেই আবার আপনার আত্মজার সহিত মিলন হবে।

জয়। হায়! আমি এমন কি দুষ্কার্য্য কোরে ছিলাম, যে তার ফল স্বরূপ এই মর্ম্মভেদি শোক হস্তে পতিত হোলেম।

শশি। বাবা! আর আপনি খেদ কোর্‌বেন না, ঐ দেখুন মা আমার দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কোলে কোর্‌বেন বোলে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন—মা দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমি যাচ্যি—

জয়। উঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হোয়ে গেল, আর সহ্য হয় না—! ঈশ্বর করুন যেন রণক্ষেত্রে আজ আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, (পুরস্ত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া) তোমরা শশিকলাকে পুরী-মধ্যে লয়ে যাও। সুধীর! মা আমার যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিতা থাকবেন, ততক্ষণ তুমি নিকটে থেকো, তুমিও রক্ত স্রাবণে অবসন্ন হোয়েছ, আমার এই বাটী মধ্যেই গমন কর।।

(জয়প্রতাপ রায়ের এক দিকে প্রস্থান ও অপর দিকে পুরনারীগণের শশিকলাকে ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান,)

(সুধীর সিংএর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

ষষ্ঠাঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

(জয়প্রতাপ রায়ের আবাস মধ্যস্থ উপবেশনাগার)

(সুধীর সিং ও শশিকলা অর্দ্ধশায়ী)

সুধী। আর অতি অল্পকাল মাত্র, আমাদের এ ধরাধামে অবস্থিতি কোর্‌তে হবে, আসন্নকাল উপস্থিত। হায়! যদিও এ জীবন নাশে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই, যদিও এ দেহে এমন কোন কার্য্য করি নাই, যার জন্য পরিতাপ কোর্‌তে হয়, যখন যে কার্য্য কর্ত্তব্য বোলে স্থির কোরে ছিলাম, তখনি সে কার্য্য সম্পন্ন কোরেছি, কেবল একটী বাসনা, সেটী আমার হৃদয়ের বাসনা, বড় সাধের কল্পনা, যে বাসনাটী আমার হৃদয়ের দৃঢ় গ্রন্থিতে গ্রন্থিত, যদি করুণাময় জগদীশ্বর সেই কল্পনাটী সেই মনোবাঞ্ছাটী পূর্ণ কোর্‌তেন, তা হোলে আর আমার কোন বাসনা অসম্পূর্ণ থাকত না, হায়! তোমার সহিত মিলন ইহজন্মে ঘটনা হোল না।

শশি। হায়! এ হতভাগিনী এমন কি পুণ্য কোরেছে যে, আপনার চরণ সেবা কোর্‌তে পাবে, মৃত্যুকালে জগদীশ্বরের

নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মান্তরেও আপনাকে পতি রূপে লাভ কোর্ তে পারি।

সুধী। পথশ্রান্ত পথিক যেমন সুশীতল বৃক্ষছায়া লাভ কোরে, গতক্লম সুখানুভব করে, আমারও ক্লান্ত দেহ তদ্রূপ তোমার কথা শুনে স্নিগ্ধ হোল। হায়! ক্রমে তোমার স্বভাব সুন্দর আরক্তিম কপোল দেশ, ছিন্ন গোলাপ ফুলের ন্যায় মলিন হয়ে আসচে, তোমার প্রশস্ত উজ্জ্বল চক্ষু দ্বয়, মহানিদ্রায় অভিভূত হয়ে উজ্জ্বলতা শূন্য হচ্চে।

শশি। আর আমি বল্‌তে পাচ্চি না, আপনার হাতের উপর মাথা দিয়ে শুই, আপনার কোলে প্রাণত্যাগ হোলে মৃত্যু যন্ত্রণা টের পাব না।

সুধী। হায়! বিধাতা কি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাইবেন না আমাদের চিরদিনের মনোভিলাষ কি মনেতেই মিলিয়ে যাবে (কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া) আর বৃথা খেদ কোরে কি হবে, আমার অদৃষ্টের দোষেই এ দুর্ঘটনা ঘটন হয়েছে। পোড়া যম! তোর কি হৃদয়ে দয়া মায়া নাই, তুই কেমন কোরে এরূপ কমনীয় কান্তিকে তোর করাল কবলে চর্ব্বিত কোরবি।

শশি। হায়! আমার জন্যই আপনার এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়েছে, আমাকে শত্রু হস্ত হোতে রক্ষা করবার জন্যই, এ সমস্ত অস্ত্রাঘাত, এই অজস্র শোণিত পাত। হায়! এ পোড়া কপালী কি আপনার জীবন নাশের জন্যই জগতে জন্ম

গ্রহণ কোরেছিল। হায়! দুদিনের তরেও যদি আপনার সেবা শুশ্রূষা কোরে দেহকে পবিত্র কোরতে পার্‌তেম্, তা হোলে এ মৃত্যু আমার সুখের মৃত্যু বোধ হোত। আমি অনেক দিন হোতে আপনাকে এ দেহ মন সকলি অর্পণ কোরেছি, অনেক দিন থেকে আপনাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ কোরেছি, বাবাও আমাদের বিবাহদিতে উদ্যত হয়েছিলেন, মহারাজ এবং রাজমহিষীও সম্মতা হয়েছিলেন, কেবল আমার পোড়া অদৃষ্টের গুণে———(ক্রন্দন)

সুধী। রে দুরন্তকাল। তুই কিছুকাল বিলম্ব কর, প্রিয়ার পাণিগ্রহণ কোরে, দেহের সার্থকতা সম্পাদন করি (শশিকলার হস্ত আপন হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া) হে দিক্‌পালগণ। হে ধর্ম্ম! তোমাদের সাক্ষ্য কোরে এই স্ত্রীরত্নের পাণিগ্রহণ কোর্‌লেম (কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া) আমি কি সত্যই প্রিয়ার পীযূষ পুরিত বাক্য শ্রবণ কোচ্ছিলাম, আমি কি সত্যই সুন্দরী শশিকলার পাণিগ্রহণ কোর্‌লেম, না—আসন্নকালোচিত বিকার দশার ভ্রম ও প্রলাপ মাত্র।

শশি। বিধাতার লিপি কে খণ্ডন কোর্‌তে পারে। প্রাণবল্লভ! হায়! আমাদের প্রণয় পুষ্প দুর্ভাগ্য বারিদ দ্বারা মুকুলেই শুষ্ক হয়ে গেল, ফুল আর ফুটল না, হায়! হায়!——আর আমি কথা কইতে পাচ্যিনা, দেহ অবসন্ন হোয়ে আসচে—প্রাণনাথ! আমার প্রাণ যে কেমন কোচ্যে—আমায় ধর ধর,—আর আমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই, কই আরতো আমি এখন

কিছুই দেখতে পাচ্যিনা—সব অন্ধকার ময়—কেবল প্রাণেশ্বর !—তোমার মনোহর ছবি—আমার হৃদয় দর্পনে প্রতিবিম্বিত রয়েছে—কই আর যে তাও দেখতে পাচ্যিনা—নাথ। তুমি কোথায়—নাথ ! এ দাসীকে বিদায় দেও—তোমার শশিকলা এ জন্মেরমতন বিদায় চাচ্যে—কই তুমি যে বিদায় দিচ্যনা—তোমার মধুমাখা কথাত শুনতে পাচ্যিনা—।

সুধী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক, শশিকলাকে আপন ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া) হায় ! হায় !

শশি। নাথ ! আপনার অন্তর্ভেদি দীর্ঘ-শ্বাস—নিঃশব্দে আমায় বিদায় দিচ্যে——।

সুধী। প্রিয়ে ! তোমার সুধীরকে কি অপরাধে পরিত্যাগ কোরে যাবে—একটু বিলম্ব কর, আমিও তোমার সঙ্গে গমন কচ্যি—।

শশি। জগদীশ্বর !—বাবাকে বিপদ হোতে রক্ষা কোরো—নাথ আমি অগ্রগামী হোলেম, প্রাণনাথ !—প্রাণবল্লভ !—(মৃত্যু)

সুধী। হায় ! হায় ! আজ পৃথিবী সৌন্দর্য্য শূন্যা হোল—আজ ধরা পবিত্রতা শূন্যা হোল—প্রিয়ে ! যাচ্যি—আমি ক্ষণকালের জন্যও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ কোবে থাকতে পারবনা—প্রিয়ে তুমি স্বর্গধাম সুখধামে গমন কোচ্য—স্বর্গ সুন্দরীরা তোমা অভ্যর্থনা জন্য হাস্যমুখে দন্তায়মানা রয়েছেন। প্রিয়ে! এখ তোমার সেই যুব জন মনমোহিনী হাস্য কোথায় ? এই তোমার দেহ পতিত রোয়েছে—কিন্তু কই আর তোমার মুখে সে মিষ্ট মধুব হাসি নাই—প্রিয়ে ! আর যে তুমি ক

কোচ্যনা, হায়! শোক সমুদ্রমগ্ন, পুত্র কলত্র কন্যা বিয়োগি ব্যক্তির, শয্যাশায়ি পীড়িত ব্যাক্তিরও হৃদয়ে তোমার কথা শুনে আশার উদয় হোত—ক্রোধান্ধ ব্যক্তিও তোমার কথায় ক্রোধ শূন্য হোত,——হায়! হায়! কি হোল! আজ রমণী কুলের অলঙ্কার অপহৃত হোল—এই যে কালের দূত আমার সম্মুখে উপস্থিত!—শশিকলা!—দাঁড়াও, দাঁড়াও—— জগদীশ্বর! আমাদের ক্ষতস্থান হোতে শোণিত যেরূপ ভূমে পতিত হয়ে, একত্রে মিলিত প্রবাহিত হচ্যে,—তেমনি যেন আমাদের উভয়ের আত্মা একত্রে মিলিত হোয়ে আপনার চরণে স্থান পায়।—শশিকলা!——শশিকলা!—(মৃত্যু)

(জয়প্রতাপ রায়, তেজসিং, দিগ্বিজয় রায় ও যবনসৈনিক মাতাবুদ্দিন খাঁ শৃঙ্খলাবদ্ধ, পারিষদ্‌গণ ও প্রহরিগণের প্রবেশ)

রায়। তেজসিং! তোমার বিক্রম প্রতাপেই অদ্য উদয়পুর রক্ষা হয়েছে, তোমার সুখ্যাতি শৌরভ শীঘ্রই জগৎমধ্যে ব্যাপ্ত হবে, এবং তোমার চরিত্র এবং তোমার অসাধারণ গুণ সমূহ, যোদ্ধৃগণের চরিত্রের সহিত, উপাখ্যান মধ্যে বর্ণিত হবে। হায়! একবার এইদিকে দেখ, শশিকলা বিমানভ্রষ্ট শশীর ন্যায় ভূতলশায়ী। ক্ষত্রিয়কুল প্রদীপ বীর চূড়ামণি বীর সুধীর, বিদ্রোহিগণের অস্ত্রাঘাতে অকালে কালশয্যা শায়ী! হায়! শশিকলা! হায় সুধীর! তোমাদের স্নেহ আমি কখনই ভুলতে পারবনা! যতদিন জীবিত থাকব,

ততদিন তোমাদের প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয় পটে চিত্রিত থাকবে, তোমাদের শোকে আমার চক্ষের জল অনবরত বর্ষণ হবে।

তেজ। হায়! হায়! এতাদৃশ পবিত্রতা, পিতৃভক্তি, এতাদৃশ গুণরাশির ধ্বংস দর্শনে কারনা হৃদয় দুঃখে দ্রবীভূত হয়।

জয়। রে নৃশংস নরাধম নারকি! আজ তুই কি দুস্কার্য্যই কোরেছিস, তোর এই পাপহস্তে, পবিত্র রাজদেহ হতে রক্তপাত কোরেছিস, পাপিষ্ঠ! একবার সম্মুখে চেয়ে দেখ? মনে মনে বিবেচনা করে দেখ, কতদূর অনিষ্ট পাত কোরেছিস। এ পাপকার্য্য সমুহের সমুচিত শাস্তি, বোধ করি নরক রাজ্যেও নাই।

দিগ্বি। মন্ত্রি! তোমার কি হৃদয়ে ভয় নাই, তুমি কি সাহসে আমাকে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ কোচ্য, গুণধীরের অবর্ত্তমানে আমি এই উদয়পুর নগরীর স্বামী, আমি এখন এ রাজ্যের রাজা। তুমি মৃতরাজার পক্ষ অবলম্বন কোরে, আমার যে সমস্ত অনিষ্ট কোরেছ, সে সকল আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ কোরে ক্ষমা কোল্যেম, এখন যাতে ভবিষ্যতে আমার অনুগ্রহের ভাজন হোতে পার, তারি যত্ন করা তোমার কর্ত্তব্য।

জয়। তুই রাজবংশের কুলাঙ্গার! বিশ্বাসঘাতক! স্ত্রীহত্যাকারী! জয়প্রতাপ জীবিত থাকতে, তোর ন্যায় পাপিষ্ঠ প্রভুর দাসত্ব কখনই স্বীকার কোরবেনা।

দিখি। তোর আস্পর্দ্ধার অনুরূপ প্রতিফল শীঘ্রই পাবি, আমি সিংহাসনে উপবেশন কোর্‌লে, তোরন্যায় শত শত মন্ত্রী আমার পদধুলি শিরে ধারণ কোরে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান কোর্‌বে। প্রহরিগণ! তোদের কি লজ্জাবোধ হোচ্যেনা, তোদের কি কর্ত্তাব্যা কর্ত্তব্য কিছুই জ্ঞান নাই, আমি আজ্ঞা কোচ্যি, এখনি আমাকে শৃঙ্খল হোতে মুক্ত কর্‌।

জয়। রাত্র প্রভাত হোলেই, তুই একেবারে মুক্তিলাভ কোরবি, তোর এই পাপ দেহকে শৃগাল কুক্কুরে ভোজন কোরবে।

দিখি। তুই কে? তুই আমায় শাস্তি প্রদানে উদ্যত হোয়েছিস প্রাতেই আমি রাজসিংহাসনে উপবেশন কোর্‌ব, কিরীট ধারণ কোর্‌ব, কারসাধ্য প্রতিবন্ধক দেয়?

জয়। ধর্ম্মরাজ তাঁর রাজ্যের পাপিষ্ঠগণের মধ্যে, তোকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে, তোরজন্য একটী নুতন নরককুণ্ড প্রস্তুত কোরেছেন, সেই কুণ্ডমধ্যে তুই প্রজ্বলিত লৌহ কিরীট ধারণ কোরে পাপীদের মধ্যে পরমসুখে রাজ্য কোর্‌বি। (যবন সৈনিককে সম্বোধন পূর্ব্বক) রে পাপিষ্ঠ যবন সৈনিক! তোকে ধিক, তোর রাজাকে ধিক, এবং তোর জাতিকে ধিক! তোরা মনুষ্য দেহধারি পশু বিশেষ। তোদের ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কোন জ্ঞান নাই, তোরা স্বার্থ লাভ জন্য, তোরা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, না কোর্‌তে পারিস এমন কার্য্যই নাই। পাপিষ্ঠ! এক বার ভেবে দেখ দেখি, তোদের সাহায্যে আজ কতদুর অনিষ্টপাত হোয়েছে। নরাধম! মহারাজ

গুণধীর রায় তোদের কি অপকার্য্য কোরে ছিলেন যে, তোরা তাঁর শত্রুপক্ষ অবলম্বন কোরে, তাঁর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কোরেছিস্। তোরা বোলিস "যে আশ্রিত দিগ্বিজয়ের সাহায্য জন্য, এই দুষ্কার্য্যে প্রবর্ত্ত হোয়েছিলি" পাষণ্ড! দিগ্বিজয় বিদ্রোহী, এই রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত হোয়ে, তোদের রাজার নিকট শরণ গ্রহণ কর, আমরা তোদের বিপক্ষে অস্ত্রধারী হই নাই, প্রত্যুত তোরা এই রাজ্য গ্রহণ মানসে দিগ্বিজয়ের সহায়তার ছলে যুদ্ধার্থী হয়ে আগমন কোরেছিস্। পাপাত্মা! সম্মুখ যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ কোরে কেন কৃতকার্য্য হতে চেষ্টা কোর্‌লি না, এরূপ সৌপ্তিক এবং নৃশংস গুপ্তহত্যা, তোদের যবন জাতির স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। নারকি! কোন দেশ, কোন নগর কোন দুর্গ তোরা ন্যায়যুদ্ধে গ্রহণ কোরেছিস? একটীও নয়। কোনখানে প্রজাগণের মনমধ্যে অসন্তোষ বীজ বপন কোরে, তাদের ভয়ানক রাজদ্রোহ পাপে লিপ্ত কোরে, কোথাও বা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কোরে, কোথাও বা সৈনিকগণকে উৎকোচ প্রদান প্রলোভন প্রদর্শনে, কোথাও বা প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারিগণকে রাজ্যের সাসন ভার প্রদানের প্রতিজ্ঞায়, এই পুণ্য ভূমি ভারত ভূমিতে তোরা রাজত্ব সংস্থাপন কোরেছিস। তোদের ছল, তোদের কৌশল কি বুদ্ধিজীবি লোকের নিকট অপ্রকাশ থাকে। প্রহরিগণ! তোমরা এই বন্দিগণকে লয়ে ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে রক্ষা কর"

গিয়ে, সাবধান যেন কোনরূপে পলায়ন কোর্‌তে নাপারে।

(প্রহরিগণের বন্দিগণকে লইয়া প্রস্থান)

জয়। হায়! রাজ্যলাভ পিপাসার শান্তি করবার জন্য, পাপিষ্ঠ যে কত পাপ কার্য্যই কোরেছে, কত অনিষ্ট পাতই কোরেছে, তার অন্ত নাই! পাপ কার্য্যে একবার মতি হোলে, পাপকার্য্যে একবার অনুরক্ত হোলে, তার আর নিস্তার নাই। পাপী একটী পাপকার্য্য কোরে ক্ষান্ত হয়না, ক্রমশ তার দুষ্কার্য্য প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, অবশেষে পাপের ভরা পরিপূর্ণ হোয়ে, পাপীকে একেবারে অতল নরককুণ্ডে মগ্ন করে। তেজসিং। শশিকলা ও সুধীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার তোমার উপর অর্পণ কোল্যেম। জগদীশ্বর! তোমার অভিসন্ধি মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য, কার সাধ্য অবগত হয়. জগতের অঘটনা বলি অবলোকন কোর্‌লে, মনে তোমার মঙ্গলময় নিয়মের বিপরীত ভাবের উদয় হয়, কিন্তু সেটী আমাদের সামন্য বুদ্ধির কার্য্য। মঙ্গলময়! তুমি জগতের মঙ্গল বিধান কর, কবিগণকে ও দাতাগণকে দীর্ঘায়ুঃ কর।

(নিষ্ক্রান্তাঃসর্ব্বে)

যবনিকা পতন।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৫	কুহুকীর	কুহকীর
১১	১৪	অনুবক্তা	অনুবক্ত
ঐ	১৭	প্রসংশা	প্রশংসা
১২	৩	পিপাশা	পিপাসা
১৩	১৫	তাঁয়	তাঁর
১৮	৪	সুশুপ্ত	সুষুপ্ত
২০	১১	এক্ষনেও	এক্ষণেও
ঐ	১৫	প্রসংশা	প্রশংসা
২৭	১২	নৃসংশ	নৃশংস
ঐ	ঐ	পাপিষ্ট	[illegible]
২৯	১০	শোনিতে	শোণিতে
৩০	৪	মনোস্কামনা	মনস্কামনা
৩১	১৪	ক্ষণ্ড	ক্ষান্ত
৩২	২	গণন	গণনা
৩২	১১	হাতে	হোতে
৩৪	৯	গুলী	গুলি
৪০	১৮	মোহীত	মোহিত
৫৮	৭	তাবের	ভাবের
৬৪	১২	পবিনয়	পাবিণয়
ঐ	১৪	পাপিয়সি	পাপীয়সি
৬৬	১৬	ঐ	ঐ
৬৭	৫	ঐ	ঐ
ঐ	১২	নৃসংশ	নৃশংস
৭৩	১০	স্বপ্নবলে	স্বপ্নস্থলে
৭৪	৩	অজ্ঞেয়	অজ্ঞের
৮৫	৮	কারিশ	কারীষ
৯০	৫	তানে	ভানে
১০৩	৬	কর	করে
১০৪	১২	অঘটনা	ঘটনা